NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ দোলযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ নিবেদন: বসন্ত মানেই দোল

আবার সিনেমায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার বীরাঙ্গনা 'দেবী চৌধুরানী' ৮

কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৫ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.3.2025, Vol.18, Issue No. 272 8 Pages, Price 3.00

ছুটি

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ আজ বন্ধ থাকবে। অতএব আগামীকাল ১৫ মার্চ আমাদের কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।
পরবর্তী প্রকাশন
১৬ মার্চ, রবিবার

শুভেচ্ছা

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা এবং এজেন্টদের জন্য রইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। রঙের উৎসবে আপনাদের জীবন রঙিন হয়ে উঠুক।

তপ্তই রয়েছে বিধানসভা, ওয়াকআউট বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব পাশ হল রাজ্য বিধানসভায়। শুভেন্দু বর্তমানে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড রয়েছেন। সম্প্রতি বিধানসভার বাইরে তিনি কিছু মন্তব্য করেন, যা ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে। তাঁর ওই মন্তব্যের বিরোধিতায় বৃহস্পতিবার বিধানসভায় নিন্দাপ্রস্তাব আনেন তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। ওই সময়ে বিজেপি বিধায়কেরা অধিবেশনকক্ষে ছিলেন না। ওই নিন্দাপ্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হয় এবং শেষে ধ্বনিভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি পাশ হয়।

নিন্দাপ্রস্তাবে তৃণমূল জানায়, শুভেন্দু যে মন্তব্য করেছেন, তা বিরোধী দলনেতার সাংবিধানিক পদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। ওই ধরনের মন্তব্য সংবিধানের মূল ভাবনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে জানায় শাসকদল। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময়ে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গও উঠে আসে। শুভেন্দুর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পালটা আক্রমণের সময়ে হুমায়ুনের কিছু মন্তব্য ঘিরেও বিতর্ক ছড়ায়। তা নিয়েও বৃহস্পতিবার প্রশ্ন ওঠে বিধানসভায় আলোচনার সময়ে। তখন শাসকদলের পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক জানান, হুমায়ুনের বক্তব্যের ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই অনুসারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পরে জানা যায়, হুমায়ুনকে শো কজ করেছে তৃণমূল। সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্যের জেরে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলেছে শাসকদলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

হুমায়ুন কবীরকে শোকজ

এদিকে, মঙ্গল, বুধের পর বৃহস্পতিবারও উত্তাল হয়ে ওঠে অধিবেশন কক্ষ। মঙ্গলবার মুসলিম বিধায়কদের 'চ্যাংদোলা' করে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পালটা দেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বলেন, 'আমাকে মারতে এলে ঠুসে দেব।' এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু অনুমতি দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতেই মেজাজ হারান শংকর ঘোষ-সহ বিজেপি বিধায়করা। বেরিয়ে পড়েন অধিবেশন কক্ষ থেকে। এদিন ফের অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে হুমায়ুনকে, অন্যথায় পদক্ষেপ করা হবে। যদিও এই হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হুমায়ুন। নিজের অবস্থানে অনড় তিনি। বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে মুর্শিদাবাদে ঢুকুন।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অধিবেশন কক্ষে কাগড় ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান বিজেপি বিধায়করা। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে পদ্মশিবিরের বিধায়কদের বিধানসভার কার্যবিবরণী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। তার প্রতিবাদে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'এটা গণতন্ত্র হতে পারে না। বিজেপি বিধায়করা কাগজ পাবেন না! অধ্যক্ষ দলের নেতার মতো আচরণ করছেন।' পরবর্তীতে বাড়ি থেকে কাগজ এনে ছিঁড়বেন বলেও মন্তব্য করেছিলেন। তারপর বুধবার ফের কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ করেন বিজেপি বিধায়করা। এসবের মাঝেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কার্যবিরবণী দেওয়া হবে গেরুয়া বিধায়কদেরও। তবে বিধানসভার নিয়ম মানতে হবে।

যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত পড়ুয়া সৌম্যদীপের জামিন নাকচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন হল না যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত পড়ুয়া সৌম্যদীপ মহন্ত ওরফে উজানের। পাঁচ দিনের জন্য পাঠানো হল পুলিশি হেপাজতে। বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়াকে। ঘটনার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৃণমূল সমর্থিত কর্মী সংগঠন 'শিক্ষাবন্ধু'র অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই মামলাতেই গ্রেপ্তার হন সৌম্যদীপ।

বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছিল যাদবপুরের ধৃত ছাত্রকে। সেখানে অভিযুক্তের আইনজীবী জানান, ওই পড়ুয়া পড়াশোনায় ভালো। আগামী ২৪ তারিখ তাঁর পরীক্ষা রয়েছে। নোটিস পেয়ে থানায় হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন সৌম্যদীপ। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলের নাম এফআইআরে নেই। যে কোনও শর্তে তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। বুধবার ওই মামলায় আগেই ধৃত ছাত্র সাহিল আলিকে জামিন দেওয়া হয়। তার অব্যবহিত পরেই সৌম্যদীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত পড়ুয়ার আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, যাদবপুরের ওই ঘটনার দিন দুপুর ২টো নাগাদ মন্ত্রীর গাড়িতে আহত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল যাদবপুরের আর এক পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়কে। তার পরেও তাঁর নাম রয়েছে এফআইআরে।

অভিযোগকারীর আইনজীবীর দাবি, ওই দিন যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্থা করা হয়েছে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে 'শিক্ষাবন্ধু'র দফতরে। তিনি বলেন, 'যাদবপুরে ভাল পড়ুয়াদের পাশাপাশি এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা শুধুই ঝামেলা সৃষ্টি করেন। তা ছাড়া, ধৃত তরুণ পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিলেন।' আইনজীবীর আরও দাবি, ওই ঘটনায় অনেকে যুক্ত রয়েছেন। এর আগে যিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তিনি নিজেকে পড়ুয়া বলে দাবি করলেও পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি। এরপর বিচারককে ঘটনার সময়ের ছবি দেখান সরকারি আইনজীবী। দেখানো হয় হোয়াট্ সঅ্যাপের কথোপকথনের বেশ কিছু স্ক্রিনশটও। মন্ত্রী কিংবা পুলিশ এলে কী করতে হবে, গ্রুপ চ্যাটে সেই সব কথোপকথন রয়েছে বলে দাবি। আগুন লাগানোর প্রসঙ্গ নিয়েও কথোপকথন রয়েছে।

আইনজীবীর কথায়, 'এ পর্যন্ত যা যা তথ্য সামনে এসেছে তাতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। ওই দিন আর কী কী করার উদ্দেশ্য ছিল, কিংবা ভবিষ্যতে আরও কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, জানা যাবে সে সবও।' তাঁর যুক্তি, ছাত্রকে হেফাজতেই রাখা হোক। পরীক্ষা থাকলে প্রয়োজনে হেফাজতে থাকা অবস্থাতেও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিচারক তদন্তকারীদের কাছে জানতে চান, ওই পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করার কারণ কী? উত্তরে জানানো হয়েছে, ওই পড়ুয়াকে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে তিনি কিছু বলতে চাননি। গ্রুপ চ্যাটে যে সব কথোপকথন হয়েছে বলে অভিযোগ, সে রকম কোনও গ্রুপে তিনি রয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। সে জন্যই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ছাত্রকে। বুধবার সৌম্যদীপকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল যাদবপুর থানায়। এর আগে যাদবপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দু'বার তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছিল পুলিশ।

প্রথম বার শারীরিক সমস্যার কারণ দেখিয়ে থানায় হাজিরা দেননি তিনি। এরপরে বুধবার বিকেলে তিনি থানায় হাজিরা দিলে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ।

দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে যাদবপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ সৌম্যদীপের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয়, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বালিপাচার, মাটি চুরি রুখতে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: ফের আক্রান্ত পুলিশ। বাঁকুড়ার পর এবার মুর্শিদাবাদ। বাঁকুড়ায় সোনামুখীতে বালি পাচারের বিরোধিতায় করায় ক্যাম্পে ঢুকে পুলিশকে পেটায় দুষ্কৃতীরা। এরপর বুধবার রাতে মাটি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হয় এক পুলিশ আধিকারিক ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার। মাটি মাফিয়ারা পাথর ও হাঁসুয়া নিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। পরপর দু'টি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আইনের রক্ষকরাই যদি নিরাপদ না হয় তা হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করবে তারা? প্রথম ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার সোনামুখী থানা পুলিশ ক্যাম্পে। নদী থেকে বালি চুরি করে পাচার করতে দিতে হবে এই দাবিতে সোনামুখী থানা পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চলে। এই ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মী জখম হন। পুলিশ জানিয়েছে, সোনামুখী থানার উত্তর বেসিয়া এলাকার নদীর ওপারে নদীঘাট থেকে দীর্ঘদিন ধরে বালি পাচারের কাজ চলছিল। নদীর ওপারে সোনামুখী থানার পুলিশ একটি ক্যাম্প থেকে নজরদারি চালায়। মঙ্গলবার ওই ক্যাম্পে একজন পুলিশ কর্মী ও দু'জন সিভিক মোতায়েন ছিল। ওদিন রাতে নদীগর্ভ থেকে বালি চুরি করে পাচারের চেষ্টা করায় ক্যাম্পে থাকা পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার বাধা দেয়। তখনই পাচারকারীরা পুলিশের ওপর পালটা হামলা চালায়। উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনাই জড়িত ৭ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল অজিত সরকার, কিশহরি মল্লিক, রতন সরকার, দীপক মণ্ডল, সীমন্ত বিশ্বাস, রাজেশ দে ও সঞ্জীব সিং। বুধবার অভিযুক্তদের বিষ্ণুপুর আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার সরলপুরে। পুলিশের ওপর মাটি মাফিয়ারা হামলা চালায়। জানা গিয়েছে, রানিতলা থামার সরলপুরে ভৈরব নদীর পাড় থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছিল। খবর পেয়ে রানিতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগ, তখন মাটি মাফিয়ারা পাথর ও হাঁসুয়া নিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। *এরপর দুয়ের পাতায়*

শনিতে অভিষেকের মহাবৈঠকে আমন্ত্রিত সর্বস্তরের তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাত পর্যন্ত তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের ধারণা ছিল, শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে সীমিত সংখ্যক নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সেই ধারণা পালটে গিয়েছে। কারণ, বহর বাড়িয়েই শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠক করতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

তৃণমূল সূত্রে প্রথমে জানা গিয়েছিল, অভিষেকের বৈঠকে থাকবেন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কমিটির ৩৫ জন সদস্য, সমস্ত জেলা সভাপতি এবং সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যানরা। পরে সেই তালিকায় যুক্ত করা হয় কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলরদের। কিন্তু দোলের আগের দিন জানা গেল, তৃণমূলের পুরো রাজ্য কমিটি, সমস্ত বিধায়ক এবং সাংসদকেও ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশিই থাকতে বলা হয়েছে জেলা পরিষদের সভাপতি, পুরসভার চেয়ারম্যান এবং পুরনিগম এলাকার কাউন্সিলরদেরও।

উল্লেখ্য, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত স্ক্রুটিনির বিষয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরের মহাসভা থেকে দলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই কমিটিতে প্রথম নাম ছিল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির। দ্বিতীয় নাম ছিল

অভিষেকের। বক্সির পৌরোহিত্যে গত সপ্তাহে তৃণমূল ভবনে প্রথম বৈঠকে বসে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ওই কমিটি। কিন্তু সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না অভিষেক। সে দিনই বৈঠকের শেষ পর্বে বলা হয়েছিল, অভিষেক ১৫ মার্চ ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। পরে অবশ্য সেই তারিখ দু'বার বদল করা হলেও, অবশেষে ঠিক হয়, নির্ধারিত ১৫ তারিখেই বৈঠক হবে।

দলের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন, নেত্রী মমতা বড় আকারে বৈঠক করে নির্দিষ্ট বিষয়ে কমিটি গড়ে দিয়েছেন। সেই কমিটি বৈঠক করেছে। তারপরে এই বৈঠক করার অর্থ কি আগের কমিটি পরোক্ষে নাকচ হয়ে যাওয়া? আবার অন্য অংশের বক্তব্য, মমতার অনুমোদন না থাকলে অভিষেক এত বড় আকারে বৈঠক করতেন না। শনির মহাবৈঠক নিয়ে দু'জনের বোঝাপড়া না থাকলে মমতা সে বৈঠক বন্ধ করার নির্দেশও দিতে পারতেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায়নি।

আরও একটি ঘটনাকে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের সূচক হিসাবে দেখতে এবং দেখাতে চাইছেন অনেকে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কমিটি বৈঠক করার পরেই ঘোষণা করা হয়েছিল, জেলাভিত্তিক কোর কমিটি স্ক্রুটিনির কাজ তদারকি করবে। সেই কমিটি গঠনও করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুপুরে গড়া কমিটি রাতেই স্থগিত'হয়ে যায়। শাসকদল সূত্রে জানা যায়, নেত্রী মমতা গোটা বিষয়টিতে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। যা অনেকের কাছেই ধোঁয়াশা বলে মনে হয়েছিল। বক্সির মতো প্রবীণ নেতা মমতাকে একেবারে না-জানিয়ে কোর কমিটি গড়ে দিয়েছেন, তা যেমন অনেকের মনে হয়নি, তেমনই অনেকে কমিটি গঠন স্থগিত হয়ে যাওয়ার নেপথ্যে অভিষেকের ভূমিকা দেখেছিলেন। যদিও এই কোনও ব্যাখ্যারই প্রমাণ মেলেনি। বরং তৃণমূলের একটি অংশের বক্তব্য, দক্ষিণ কলকাতার দুই প্রবীণ নেতা কোর কমিটি নিয়ে মমতার কাছে 'নালিশ' করেছিলেন। তারপরেই ওই কমিটি গঠন স্থগিত করে দেওয়া হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

পাক ট্রেন অপহরণে স্নাইপার বাহিনী ব্যবহারে সাফল্য

ইসলামাবাদ, ১৩ মার্চ: বিস্ফোরক জ্যাকেট পরে যাত্রীদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন বালোচিস্তানের বিদ্রোহীরা। মহিলা এবং শিশুদের 'মানবঢাল' হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কী ভাবে জাফর এক্সপ্রেস অভিযানে সফল হল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী? ৩০০-র বেশি যাত্রীকে কী ভাবে নিরাপদে সরিয়ে আনা হল বিদ্রোহীদের কবল থেকে? পাক সেনা আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, স্নাইপার বাহিনী ব্যবহার করে সফল হয়েছেন তাঁরা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র হিসাবে একটি সংবাদমাধ্যমে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ বলেছেন, 'সময় হিসাব করে খুব সন্তর্পণে উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় উদ্ধার অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায় শেষ হয়। সকল পণবন্দিকে মুক্ত করা হয়। যেহেতু যাত্রীদের 'মানবঢাল' করেছিল জঙ্গিরা, আমরা সহজে এগোতে পারছিলাম না। যাত্রীদের নিরাপত্তার

বিষয়টি আমাদের সবসময়ে মাথায় রাখতে হচ্ছিল। তাই পুরো অভিযান সম্পন্ন করতে এত সময় লেগেছে। আমরা সাবধানে প্রতিটি পদক্ষেপ করেছি।' এরপরেই স্নাইপার বাহিনীর সাফল্যের কথা জানান শরিফ। জাফর এক্সপ্রেস থেকে একে একে যাত্রীদের বার করে ট্রেনের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল। পরিচয়পত্র ধরে ধরে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। বাকিদের এক জায়গায় জড়ো করে তাঁদের সঙ্গেই দাঁড় করানো হয় বিস্ফোরক ভর্তি জ্যাকেট পরা জঙ্গিদের। এই জঙ্গিরা সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের চিহ্নিত করা কঠিন ছিল। দূর থেকে স্নাইপার বাহিনী বেছে বেছে এই জঙ্গিদের নিশানা করে। তাঁদের শরীরের এমন অংশে গুলি করা হয়, যেখানে বিস্ফোরক নেই। শরিফ জানিয়েছেন, এই পরিকল্পনাতেই সাফল্য এসেছে। অভিযানের সময়ে কোনও যাত্রীর গায়ে আঁচ লাগেনি। ডপাকিস্তান সেনাবাহিনী বুধবার রাতে জানায়, ৩৩ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৩০০-র বেশি যাত্রীকে। পণবন্দিরা সকলেই মুক্ত বলে দাবি করা হয়। তবে সেনাবাহিনীর তরফে ২৮ জনের মৃত্যুর কথাও স্বীকার করা হয়েছিল। সেনার বক্তব্য ছিল, জাফর এক্সপ্রেসে ২৭ জন নিরাপত্তা আধিকারিক সাধারণ যাত্রী হিসাবে ছিলেন। তাঁরা কর্তব্যরত ছিলেন না। তাঁদের বেছে বেছে হত্যা করেছেন বিদ্রোহীরা। এছাড়া, তাঁদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক নিরাপত্তা আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৮। যদিও জাফর এক্সপ্রেসের হতাহতের সংখ্যা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) পাক সেনার পরিসংখ্যান অস্বীকার করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abdul Karim ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Mujibar Rahaman ও Sk Mujibar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ **(১) শ্রী আনন্দ তরফদার**, পিতা ৺রুহিদাস তরফদার ও **(২) শ্রীমতী তমা তরফদার**, স্বামী আনন্দ তরফদার উভয়ের সাং ও পোঃ তারকগঞ্জ, থানা মুরুটিয়া, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ২৬.০৪.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৪৪৩৬/২০২৩নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অধীন ৯২নং মৌজায় LR ১৫৯১৩নং খতিয়ানভুক্ত LR দাগ নং ২১৯০৬, শ্রেণী বাগান বর্তমানে ফাঁকা ভিটি, পরিমাণ ৬.৬১ শতক জমি **(১) শ্রী সাগর সাহা**, পিতা শ্রী মহাদেব সাহা, **(২) শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী**, পিতা ৺জীতেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, **(৩) শ্রী অভিজিৎ সাহা**, পিতা- শ্রী সত্যেন সাহা এবং **(৪) রাজেশ দে**, পিতা- ৺গোপাল দে- এদের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ২৩.০৯.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৮৫০৯/২০২১ নং একখানি আমমোক্তারবলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে অথবা আমার সহিত ৭০০১২৯৫১৮৪ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

স্বর্ণাভ ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অরূপ শিকদার**, পিতা শ্রী প্রাণবন্ধু শিকদার, সাং বড় নলদহ কলোনী, পোঃ ছোট নলদহ, থানা- পলাশীপাড়া, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ১১.০১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৪২৪/২০২৪নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অধীন ৯২নং মৌজায় এল.আর. ১৬৪১৮নং খতিয়ানভুক্ত LR দাগ নং ২১৯০৬, শ্রেণী বাগান বর্তমানে ফাঁকা ভিটি, পরিমাণ ৩.৩১ শতক জমি এবং অপর মক্কেলগণ **(১) প্রসেনজিৎ সরকার**, পিতা- রণজিৎ সরকার ও **(২) লাভলী সরকার মন্ডল**, স্বামী- প্রসেনজিৎ সরকার উভয়ের সাং বেতবেড়িয়া, পোঃ নদীয়া সুন্দলপুর, থানা- হোগলবেড়িয়া, জেলা নদীয়া ঐ একই মৌজায় ১৬৪১৮ নং ও ১৫৯১৩ নং খতিয়ানভুক্ত LR দাগ নং ২১৯০৬ নং দাগে ৩.৯৯ শতক জমি গত ইংরাজী ১৬.০১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৫১১/২০২৪নং দলিল বলে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি **(১) শ্রী সাগর সাহা**, পিতা শ্রী মহাদেব সাহা, (২) শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, পিতা ৺ জীতেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, (৩) শ্রী অভিজিৎ সাহা, পিতা- শ্রী সত্যেন সাহা এবং (৪) শঙ্কর ঘোষ, পিতা- শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ- এদের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৯.০১.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ২৫২/২০২৩নং একখানি আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে অথবা আমার সহিত ৭০০১২৯৫১৮৪ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

স্বর্ণাভ ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ পিতা-পরেশ ঘোষ সাং নিদয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর-২৫৫৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ২৮১৩ নং দাগের ৪.৯৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৮/১২/২০২২ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০৯ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং স্মরনাগতি ভবন গৌর নগর শ্রীমায়াপুর জেলা-নদীয়া নিবাসী অপর্ণাবেন বাবলুভাই ঘোষ, পিতা বাবলু ভাই শম্ভুভাই ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৭/০২/২০২৩ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১৭৯ নং দলিল দ্বারা হাল সাং-খানপাড়া, হট পুকুর, বীরনগর, জেলা নদীয়া, নিবাসী দীপায়ন বনিক, পিতা -ভোলানাথ বনিক, -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

IN THE 2ND COURT OF CIVIL JUDGE (SR.DIV.)
PASCHIM MEDINIPORE
T.S. NO. 97 OF 2016
Sri Manta Adhikary.... Plaintiff
Vs.
Sri Soumen Chatterjee and others.... Defendants

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT DELEGATE. HOOGHLY AT CHINSURAH
Act XXXIX Case No. 77 of 2024

SRI SUKHORANJAN SAHA, Son of Late Mahendra Chandra Saha, Resident of Lenin Nagar, P. O.- Chinsurah R.S., P. S. Chinsurah, Dist. - Hooghly, Pin- 712102, West Bengal…………….**Petitioner**

Whereas the Petitioner, **Sukhoranjan Saha**, S/o Late Mahendra Chandra Saha, resident of Lenin Nagar, P. O.- Chinsurah R.S., P. S. Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin- 712102, W.B., has filed an application under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 (Act XXXIX of 1925) vide Act XXXIX Case No. 77 of 2024 for granting Succession Certificate in his favour with respect to the Schedule mentioned Assets & Liabilities stands in the name of **LATE DINESH SAHA**, S/o Sri Sukhoranjan Saha, resident of Lenin Nagar, P. O.- Chinsurah R.S., P. S. Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin- 712102 State-West Bengal, who died intestate on 21/06/2021 in unmarried/bachelor condition. This Notice is issued to the interested persons and in case anybody has any objection for granting Succession Certificate under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 (Act XXXIX of 1925) in favour of the Petitioner, he/she can file objection/s to the same either herself/himself or through Ld. Advocate, within 30 days from the date of publication of this notice, failing which the application shall be decided in accordance with Law.

SCHEDULE

The Sum Assured amount or the Accidental Death Claim Amount with the Bonus of **Rs. 5,70,283/- (Rupees Five Lakh Seventy Thousand Two Hundred Eighty-Three) only plus** accrued interest (if any) lying in the **LIFE INSURACE CORPORATION OF INDIA** being **Policy No. 496053525** in the name of Deceased **DINESH SAHA**, S/o Sri Sukhoranjan Saha, who died on 21/06/2021, in unmarried/ bachelor condition.

On behalf of Petitioner
Sisir Saha (Advocate)
Samir Aich (Serestadar)
In The Court of The Ld. District Delegate Hooghly at Chinsurah
20.02.25

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

আমার মক্কেল **শ্রীমতি সীমা চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী- শ্রী দিলীপ চ্যাটার্জ্জী, সাং- ১০৫, শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ বিগত ইংরাজীর ১৫/০৭/২০২৪ ও ২৯/০৭/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২২৭৭/২০২৪ এবং ২৪৫৮/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে এল আর খতিয়ানে নথিভুক্ত রায়ত **আশারানী গোস্বামী**, স্বামী- মৃত যোগেশ চন্দ্র গোস্বামী ওরফে স্বদেশ রঞ্জন গোস্বামীর একমাত্র কন্যা বিধায় উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থানা ও এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ, ২০নং নবদ্বীপ মৌজা অন্তর্গত এল আর ১১১১ নং খতিয়ানের ৪১১৩ নং দাগে ২ শতক জমি তদুপরিস্থিত গৃহাদি **শ্রীমতি বাসবী গোস্বামী**, পিতা- মৃত যোগেশ চন্দ্র গোস্বামী ওরফে স্বদেশ রঞ্জন গোস্বামী, সাং- ৬১/১, বেচারাম চাটার্জ্জী রোড, ১ম তল, বেহালা, পোঃ ও থানা- বেহালা, জেলা- কলকাতা, পিন- ৭০০০৩৪ এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী দিলীপ চট্টোপাধ্যায়**, পিতা- মৃত নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী, সাং- ১০৫, শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ এর নিকট হইতে গত ইংরাজীর ০১/১২/২০১৪ তারিখে অ্যাডিশনাল রেজিষ্টার অফ অ্যাসুরেন্স III(তৃতীয়) কলকাতাস্থিত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৮৫০৭/২০১৪ নং আমোমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া উক্ত সম্পত্তিতে বসবাস করিতেছেন এবং বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. নবদ্বীপ অফিসে নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করাইবেন, উক্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে অথবা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

সুজাতা বিশ্বাস (আইনজীবি), নবদ্বীপ আদালত

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

আমার মক্কেল **গোপাল চন্দ্র দাস**, পিতা ৺কানাই চন্দ্র দাস, সাং করারীচাঁদপুর, পোঃ খাসচাঁদপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা মালদহ গত ইংরাজী ০১.০৮.২০১৮ তারিখের কালিয়াচক ADSR অফিসের IV-30 নং একখানি আমমোক্তারনামা **শ্রী গৌরাঙ্গ দাস**, পিতা- ৺কানাই চন্দ্র দাস, সাং- করারীচাঁদপুর, পোঃ খাসচাঁদপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা মালদহ-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৫২নং রুইপুকুর মৌজার খতিয়ান নং RS ১৫২৮, হাল LR ৩৯৯৬, দাগ নং RS ২১১২, ২১১৮, LR ৫৫৬৭, ৫৫৭৬, মোট পরিমাণ ২৯.৩৩৫ শতক সম্পত্তি কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৭.৮.২০১৮ তারিখের ৬৯৫৫/১৮নং একখানি কোবালা দলিলবলে বিক্রয় করেন। এক্ষণে ক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নামে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তরুণ কুমার মাঝি (এ্যাডভোকেট) কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল

৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই মার্চ। ২৯ শে ফাল্গুন। শুক্র বার। পুর্নিমা তিথি সকাল ১১/৩৫ মিনিট পর্যন্ত। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, প্রাত ৫/৫৭ র পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি: শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি: আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(দোল পূর্ণিমা। শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। চৈতন্যঅব্দ ৫৪০ বর্ষ।নামকরন। গাত্রহরিদ্রা। দেবদেবী গঠন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। ক্রয় বানিজ্য। অব্যুড়ান্ন।)

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা শঙ্করী বাগ স্বামী স্বর্গীয় তারাপদ বাগ, সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা পদ্মপুকুর, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী, ৭১২১২৩, **২)শ্রীমতী সীমা দাস** স্বামী শ্রী রবীন দাস, সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রীমতী রীনা দত্ত** স্বামী পার্থ দত্ত সাকিম নিচুপট্টি মাঝের ঘাট, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং 17/04/2023 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3524/2023 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অরিজিৎ দে**, পিতা ৺অশোক কুমার দে, সাকিম কাজিডাঙ্গা দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেল বিক্রয় করিতেছেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে. এল নং 13, L. R খতিয়ান নং 450, 2465, 2466, সাবেক 41 তথা হাল এল.আর. 53 নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ০.৫৯ একর বা ৫৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

জেলা হুগলী মাননীয় জেলা জজ বাহাদুর আদালত, চুঁচুড়া
প্রবেট স্যুট নং – ১১/২০২৩

শ্রী অতনু মুখাৰ্জ্জী (মুখোপাধ্যায়), পিতা-মৃত সলিল কুমার মুখাৰ্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), সাকিম-নিত্যানন্দপুর, পো: নয়াসরাই, থানা: বলাগড়, জেলা হুগলী ………………**দরখাস্তকারী**

বনাম

১) শ্রী বাচ্চু মুখোপাধ্যায় পিতা-মৃত সলিল কুমার মুখাৰ্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), **২) শ্রীমতী কবিতা মুখোপাধ্যায়**, পিতা-মৃত সলিল কুমার মুখাৰ্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), স্বামী-শ্রী বিজন মুখোপাধ্যায়, উভয়ের সাং - নিত্যানন্দপুর, পো: নয়াসরাই, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী **৩) শ্রীমতী বন্দনা তালুকদার** , পিতা-মৃত সলিল কুমার মুখাৰ্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), স্বামী-গোপাল তালুকদার, সাং-শেরপুর, পো: নয়াসরাই, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী …………………… **প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা হুগলীর বলাগড় থানার অধীন নিত্যানন্দপুর গ্রাম নিবাসি অধুনা মৃত **সলিল কুমার মুখাৰ্জ্জী(মুখোপাধ্যায়)**,গত ইংরাজী ১৮/০৬/২০০০ তারিখে পরলোকগমন করায় তাঁহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার কোন ভারপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উত্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে ।

:: তপশীল সম্পত্তি ::
Schedule A

১ম দফা-উপরিবর্ণিত উইল অনুযায়ী দরখাস্তকারী যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

(১) জেলা ও সাবরেজেষ্ট্রারী হুগলী থানা বলাগড় এর অধীন তৌজি নং ৭, জে.এল নং ১২৭, নিত্যানন্দপুর মৌজায় সাবেক খতিয়ান নং – ৭৩, হাল খতিয়ান নং - ৩৬২ কৃ: দাগ নং ৫২৬ পাঁচশত ছাব্বিশ বাগান, ১৲ আনায় ১৬ শতক মধ্যে ০৪ চারি শতক । (২) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত সাবেক খতিয়ান নম্বর ৪৩৯, হাল ৩৬২ কৃ: ভুক্ত ১৩২ একশত বত্রিশ দাগে শালি ১৲ আনায় ১৬ শতক। (৩) ঐ থানার অধীন নাড়িচা মৌজায় জে. এল. ১২৬ ভুক্ত খতিয়ান সাবেক ১৬৪ হাল এল.আর খতিয়ান ৭১৪ কৃ: দাগ নং ১৫৪৩ পনের শত তেতাল্লিশ শালি ১৲ আনায় ৩৩ শতক (তেত্রিশ শতক), (৪) ঐ থানার ঐ মৌজায় জে. এল. নম্বর ১২৬, নাড়িচা মৌজায় খতিয়ান নম্বর ১১৮ হাল এল.আর. ৭১৪ কৃ: ভুক্ত দাগ নম্বর - ১৩৯৪ তের শত চুরানব্বই দাগ শুনা ১৲ আনায় ৩৩ তেত্রিশ শতক। (৫) থানা বলাগড় মৌজা নিত্যানন্দপুর, জে.এল. নং ১২৭, খতিয়ান সাবেক ৫৪২ হাল ৩৬২ কৃ: দাগ নং ৬১৭ ছয়শত সতের গোয়াল দালান বাড়ী ১৲ আনায় পরিমান ২৭ শতক মধ্যে আমার প্রাপ্ত অংশে ০১ এক শতক তন্মধ্যে ১/২ অৰ্দ্ধ শতক। ঐ মৌজায় ঐ খতিয়ানের ৬২০ ছয়শত কুড়ি দাগে বাস্তু, দালান ৩ ঘর সহ মোট ১৲ আনায় ০৩ তিন শতক । যাহা দাতার বসবাসের ঘরের উপরে পশ্চিম দিকের পুরাতন ঘর (দালান সহ) যাহা গ্রহীতা বর্ত্তমানে বসবাস করিতেছে ঘর সহ পরিমান ১ ½ দেড় শতক।

(৬) ঐ মৌজায় অবস্থিত খতিয়ান সাবেক ৪৪৩ হাল খতিয়ান ৩৮ অকৃঃ ভুক্ত, দাগ নং ৬১৭ ছয়শত সতের গোয়াল বাড়ী ২৭ শতকের মধ্যে আমার প্রাপ্ত অংশে ০৭ সাত শতক । এর মধ্যে কমবেশী ০৪ ½ সাড়ে চার শতক ।

২য় দফা - উপরি বর্ণিত উইল অনুযায়ী যাহা অপর একজিকিউটার প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

(১) জেলা ও সাবরেজেষ্ট্রারী হুগলী থানা বলাগড়ের সামিল তৌজি নং ৭, জে.এল নং ১২৭, নিত্যানন্দপুর মৌজায় সাবেক খতিয়ান নং – ৪৭৯, হাল খতিয়ান নং - ৩৬২ কৃ: ভুক্ত দাগ নং ৪১২ চারশত বার শালি ১৲ আনায় ৫০ পঞ্চাশ শতক । (২) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত সাবেক খতিয়ান নম্বর ও এল.আর. খতিয়ান নম্বর ওই ভুক্ত ৩৬৬ তিনশত ছেষট্টি দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ১৪ চৌদ্দ শতক। (৩) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত খতিয়ান নম্বর সাবেক ৩১৭ হাল ৩৬২ কৃ: ভুক্ত দাগ নম্বর ৩৭০ তিনশত সত্তর দাগে শালি, ১৲ আনায় ১২ শতক (৪) ঐ মৌজায় ঐ জে. এল. ভুক্ত সাবেক খতিয়ান নম্বর ৩৯৮ নং এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬২ কৃ: দাগ নম্বর - ৩৭৪ তিনশত চুয়াত্তর শালি ১৲ আনায় ২০ শতক। (৫) ঐ মৌজায় ঐ জে. এল. ভুক্ত সাবেক খতিয়ান নম্বর ৩০৯ এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬২ কৃ: দাগ নম্বর ৩৭৩ তিনশত তিয়াত্তর দাগে শালি ১৲ আনায় ১৮ আঠারো শতক। (৬) ঐ থানার সামিল ঐ জে.এল. ভুক্ত ঐ মৌজায় খতিয়ান নম্বর ৩৬৮, হাল খতিয়ান নম্বর ৩৬২ কৃ: দাগ নম্বর ৪৫৫ চারিশত পঞ্চান্ন শালি ১৲ আনায় ০৮ আট শতক। (৭) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত ৪৫৬ চারিশত ছাপ্পান্ন দাগে শালি ১৲ আনায় ০৭ সাত শতক।(৮) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত সাবেক ৪৪৩ নম্বর খতিয়ান হাল এল.আর. ৩৬২ কৃ: ভুক্ত ৫৮২ পাঁচশত বিরাশি দাগে খামার ১৲ আনায় ১৬ শতকের মধ্যে আমার প্রাপ্ত কমবেশি ০৫ পাঁচ শতক, আগাছা, সুগাছা মায় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ। (৯) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত সাবেক খতিয়ান নম্বর ৪৪৩ হাল এল.আর. ৩৮ অকৃ: ভুক্ত ৬১৭ ছয়শত সতের দাগে গোয়াল বাড়ী ১৲ আনায় ২৭ শতকের মধ্যে আমার প্রাপ্ত ০৭ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ০৪ ½ সাড়ে চার শতক ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ। (১০) ঐ মৌজায় ঐ জে.এল. ভুক্ত সাবেক ৩৬৭ খতিয়ান ভুক্ত ৪৩৯ চারিশত ঊনচল্লিশ দাগে শালি ১৲ আনায় ৩৪ চৌত্রিশ শতক।(১১) ঐ জেলায়, ঐ থানার অধীন মৌজা নিত্যানন্দপুর জে.এল. নম্বর ১২৭ ভুক্ত খতিয়ান নম্বর ৫৪২ হাল খতিয়ান নম্বর ৩৬২ কৃ: ভুক্ত দাগ নম্বর ৬১৭ ছয়শত সতের গোয়াল বাড়ি দালান সহ পরিমান ১/২ অৰ্দ্ধ শতক।

ঐ মৌজার , ঐ খতিয়ানের দাগ নম্বর ৬২০ ছয়শত কুড়ি বাস্তু দালান সহ ০৩ শতক তন্মধ্যে ০১ ½ দেড় শতক সম্পত্তি সহ দাতার দালান ঘরের পশ্চিম দিকের নিচের নূতন ঘর যাহা বর্ত্তমানে গ্রহীতা বসবাস করিতেছে মায় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ।

১ম দফা ও ২য় দফার সম্পত্তির মূল্য ৮০,০০,০০০/- (আশি লক্ষ টাকা মাত্র)

সিডিউল – বি

সংস্কারাদী বাবদ খরচ -২০০০/- দুই হাজার টাকা
আদ্য শ্রাদ্ধাতি বাবদ খরচ – ১০,০০০০/- দশ হাজার টাকা

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সৌমেন্দু ভট্টাচার্য্য (এ্যাডভোকেট)

আদেশানুসারে
অভিজিৎ ব্যানাৰ্জ্জী(সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, হুগলী, ১৪.০২.২০২৫

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তথ্য কমিশনার নিয়োগ : শুভেন্দুর বয়কট, মমতা সরকারের বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশনের রাজ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি নিয়ে তিনি সরাসরি লেখেন। তিনি এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেলন, যা কার্যত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কড়া নীতিগত অবস্থানেরই প্রতিফলন।

রাজ্যপালের গঠিত তিন সদস্যের সুপারিশমূলক কমিটিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারী। তবে, শুভেন্দু

স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই কমিটির বৈঠকে তিনি থাকছেন না। প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সচিবকে পাঠানো চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, এটি তাঁর জন্য শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক অনুপস্থিতি নয়, বরং তাঁর বিবেকের দাবি। টুইটারে প্রকাশিত বার্তায় তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত আবেগপ্রবণ হলেও তা তাঁর নীতিগত অবস্থানের প্রতিফলন। শুভেন্দু এই অবস্থান কার্যত প্রমাণ করে, মমতা সরকারের অধীনে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে তাঁর গভীর সন্দেহ রয়েছে। তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈধতা এবং স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। বিরোধী দলনেতার এই অবস্থান কি তথ্য কমিশনার নিয়োগে নতুন বিতর্ক তৈরি করবে? নাকি এটি মমতা সরকারকে রাজনৈতিক চাপে ফেলবে? এখন সবার নজর রাজ্য সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

মালগাড়ির আনকাপলিংয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই, জানাল দক্ষিণ পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ মার্চ একদিন পত্রিকায় 'দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল মালগাড়ি' শীর্ষকে লেখা হয়েছে ২২টি বগি মাঝ রাস্তায় ফেলে চলে গেল ইঞ্জিন। এই ঘটনায় দক্ষিণ পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি যা বলা হয়েছে আদৌ তা নয়। একইসঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, মালগাড়ি যখন আনকাপলিং করা হয় তখন বিশেষ এক যান্ত্রিক কারণে (প্রেসার কমে যাওয়ার ফলে ব্রেক অ্যাপ্লাই করার কারণে) বিচ্ছিন্ন বগিগুলি একটা সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করার পর তা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই থেমে যায়। এই ধরনের ঘটনায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার যেমন সম্ভাবনা নেই বা দুর্ঘটনা ঘটেও না। ঠিক এমনই রবিবার চন্দ্রকোনায় যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার মতোই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলেই জানানো হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নিমাণ।

বেলুড় মঠে নীতিনিষ্ঠ ভাবগাম্ভীর্যে পালিত হল হোলিকা দহন।

শো-কজ হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শো-কজ করা হল। বিধানসভার পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তাঁকে শো-কজ করেছে। বৃহস্পতিবার সে কথা জানিয়েছেন বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী তথা বিধানসভায় তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। গত বছর নভেম্বর মাসেই একাধিক 'বেফাঁস' মন্তব্যের জন্য তাঁকে শো-কজ করেছিল এই কমিটি। সূত্রের খবর, এর পরেও মন্তব্যে নিয়ন্ত্রণ না আনা নিয়ে এই বিধায়কের উপরে ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিরোধী দলনেতার মুসলিম বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুমায়ুন মন্তব্য করেন 'আমার কাছে আগে আমার জাতি, তার পর দল। আমার জাতিকে আক্রমণ করলে আমি চুপ থাকব না।' এই মন্তব্য দল অনুমোদন করেনি। বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। হুমায়ুন কবীরের বক্তব্যের ভিত্তিও চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তা খতিয়ে দেখে দলের নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার ঠাকুরপুকুরের বিবেকানন্দ কলেজে অনুষ্ঠিত হল রঙের উৎসব 'বসন্তের আগমনে'। প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গান, নাচ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আবির খেলায় মেতে ওঠেন পড়ুয়ারা। উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নবকিশোর চন্দ, রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য তথা বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার প্রমুখ।

শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুসলিম বিধায়কদের নিয়ে তাঁর করা মন্তব্যের জন্য রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বুধবার একটি নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সরকারপক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের আনা ওই প্রস্তাবে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সাংবিধানিক পদে থেকেবিরোধী দলনেতার এ বক্তব্য দেশের সাম্প্রদায়িক এবং স্বাভাবিক কাঠামো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বিরোধী দলনেতা তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসে এক ধরণের ভয়ের মনোভাব তৈরি করেছেন।' নির্মল ঘোষের আনা প্রস্তাব বিধানসভায় পাস হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উক্ত মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিক এবং সংবিধানে বর্ণিত তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল বাংলার হিন্দু জনগণকে উপড়ে ফেলতে চাইছে। ওদের দলের যে সব মুসলিম বিধায়ক জিতে আসবে তাদের চ্যাংদোলা করে ১০ মাস পরে এই রাস্তায় ফেলব।' এই মন্তব্যের পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বঙ্গ রাজনীতি। বুধবার সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে তেতে ওঠে বিধানসভা। শুভেন্দুর নাম না করে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিতে অভিষেকের মহাবৈঠকে আমন্ত্রিত সর্বস্তরের তৃণমূল নেতা

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলে আপাতত কৌতূহল এবং আলোচনা এই নিয়ে যে, অভিষেক শনিবারের বৈঠকে কী বিষয়ে বলবেন। যদি ভোটার তালিকা নিয়েই বলেন, তার রূপরেখা কী হবে? একাংশের বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত স্ক্রুটিনির কাজ করতে যতটা সাংগঠনিক শক্তি দরকার, ততটাই দরকার প্রযুক্তিগত ব্যুৎপত্তি। ময়দানে নেমে সমীক্ষারও বিষয় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পেশাদার সংস্থা আইপ্যাকের ভূমিকার কথা ইন্ডোরের বৈঠকেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা বলেছিলেন, 'কোঅপারেশন (সহযোগিতা) করে চলতে হবে।' তৃণমূলের অনেকের ধারণা, সেই সংক্রান্ত বিষয়েই বিশদে বলতে পারেন অভিষেক। তবে তার বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক ভাবে এই বৈঠকের নেপথ্য কারণ নিয়েও আলোচনা রয়েছে শাসকদলের অন্দরে। অনেকের বক্তব্য, ইন্ডোর থেকে কমিটি গঠনের পরে অভিষেক সেখানে ছিলেন ৩৫ জনের এক জন। কিন্তু পৃথক বৈঠক ডাকায় তাঁর ওজন প্রমাণিত হয়েছে। বহর বড় করে শনিবারের বৈঠক হলে অভিষেকও আনুষ্ঠানিক ভাবে বহু দিন পরে ডায়মন্ড হারবার এবং সেবাশ্রয়ের গণ্ডি ছেড়ে বেরবেন। তবে শেষ পর্যন্ত কী হয়, তার জন্য তৃণমূলের অপেক্ষা জারি থাকবে শনিবার পর্যন্ত।

বালিপাচার, মাটি চুরি

প্রথম পাতার পর

তারপরেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক ও এক সিভিক ভলান্টিয়াররর জখম হন। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি জেসিবি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভগবানগোলা ব্লক-২ ভূমি দপ্তর রানিতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তদের বাড়ি ইসলামপর থানা এলাকায়। জখম সিভিক ভলান্টিয়ার লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৫, ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার

অভয়ার মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যুতে প্রশাসনের গড়িমসি, শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্ন সিবিআইকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসক অভয়ার রহস্যজনক মৃত্যু এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রাজ্যে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। গত বছর ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। কিন্তু সেই মৃত্যুর পর তড়িঘড়ি করে দেহ দাহ করা হয়, যা ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

অভয়ার পরিবার অভিযোগ করেছে, এতদিন কেটে গেলেও তারা এখনও মৃত্যুর শংসাপত্র হাতে পাননি। স্বাস্থ্য ভবন, কলকাতা পৌরসংস্থা এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সমাধান মেলেনি। বরং, প্রতিটি দপ্তর তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। মূল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'ব্রট ডেড' টেকনিক্যালিটি, যার কারণে কর্মকর্তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। এই পরিস্থিতিতে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা পুরসংস্থার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তিনি টুইট করে প্রশ্ন তুলেছেন, 'কেন অভয়ার পরিবারের হয়রানি বন্ধ হচ্ছে না? কেন মৃত্যুর শংসাপত্র দিতেও এত গড়িমসি?' শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেছেন, কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, যদি কেউ কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত এলাকায় মারা যান এবং তাঁর দেহ অন্যত্র দাহ করা হয়, তাহলে চিকিৎসকের দেওয়া মৃত্যু শংসাপত্র ও দাহ শংসাপত্র জমা দিলেই দ্রুত সরকারি শংসাপত্র পাওয়া উচিত। কিন্তু অভয়ার পরিবারের ক্ষেত্রে প্রশাসনের গড়িমসি রহস্যজনক। বিষয়টি নিয়ে সিবিআইকেও তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, 'এই শংসাপত্র ইস্যুতে রাজ্য প্রশাসনের এত সতর্কতা কেন? 'ব্রট ডেড' প্রসঙ্গে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? পাহাড়ের নিচে কি সত্যিই কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে?' এখন দেখার, বিরোধী দলনেতার চাপের মুখে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, নাকি এই বিতর্ক আরও দীর্ঘায়িত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুরপ্রধানের পদত্যাগ আইনসঙ্গত নয়: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান মলয় রায়কে মঙ্গলবার ফোনে পদত্যাগ দেওয়ার নির্দেশ দেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন বলে মলয় রায়কে ফোনে সেকথাই জানান ফিরহাদ হাকিম। ওইদিন রাতেই ফিরহাদের চেতলার বাড়িতে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন মলয় রায়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তা গ্রহণ করার এক্তিয়ার নেই পুরমন্ত্রীর। বুধবার দিনভর নাটকের পর, অবশেষে ওইদিন সন্ধেয় দু'জন প্রতিনিধি মারফত মহকুমা শাসকের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন বলে সূত্রে খবর। পানিহাটির বর্ষীয়ান পুরপ্রধান মলয় রায়কে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার ফের সুর চড়ালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, ওনাকে পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। তাই উনি প্রতিনিধি মারফত মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, সশরীরে গিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হয়। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও দাবি করেন, উনি চিঠিতে লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি নাকি পদত্যাগ করছেন। এটা আইনসঙ্গত নয়। তাঁর সংযোজন, তার ওপর কোনও চাপ নেই। উনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন, এটা লিখতে হয়। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বাংলায় আইনের শাসন নেই। এখানে শাসকের আইন চলছে। মুখ্যমন্ত্রী কখনও এই ধরনের নির্দেশ দিতে পারেন না। বড়জোর 'অনাস্থা প্রস্তাব' আনা যেতে পারে।' তাঁর অভিযোগ, আসলে পানিহাটিতে পার্থ ভৌমিক এবং নির্মল ঘোষ লুটপাট চালাচ্ছে। পুরপ্রধান হয়তো কোথাও বাধা দিয়েছেন। সেই কারণে পানিহাটিতে এসব ঘটছে। গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিকের আরও দাবি, অভয়ার দেহ পোড়ানোর ক্ষেত্রে যিনি খুব তৎপরতা দেখিয়েছিলেন, পুরস্কার হিসেবে সেই কাউন্সিলরকে পুরপ্রধান করা হবে। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল সব পারে। যেমন, আর জি কর কাণ্ডের ক্ষেত্রে বিনীত গোয়েলকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এবার অভয়ার দেহ পোড়ানোর জন্য ওই কাউন্সিলরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ-গুন্ডাদের অত্যাচারে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, বাংলার মানুষ এখন নির্বাচনের অপেক্ষা করছেন। ২০২৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মানুষ সঠিক জবাব দেবেন।

তৃণমূলের শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর-এর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করবে রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পরও তাঁকে শিক্ষা দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদে কেন রাখা হল, সেই প্রশ্ন তুলেই মামলা হয় হাইকোর্টে। এরপরই বৃহস্পতিবার বিচারপতি নির্দেশ দেন, ৫ মিনিটের মধ্যে এফআইআর করতে হবে।

হাওড়ার শিবপুর স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং হাওড়ার তৃণমূল মাধ্যমিক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি তথা তৃণমূলের শিক্ষক নেতা সিরাজুল ইসলাম আগেই আদালতের নির্দেশে চাকরি খুইয়েছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গেলেও তাঁকে স্কুলে বহাল রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগও এসেছে। এরপরও এই অভিযুক্তকেই জেলা শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ পদে কীভাবে নিয়োগ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমা রায় এই অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন হাইকোর্টে। সেই মামলায় আগেই তিন সদস্যের কমিটি গড়ে দেন বিচারপতি। ওই কমিটি গোটা রাজ্যে কোথায় বেআইনি নিয়োগ আছে, তা নিয়ে তদন্ত করে। সেখানেই সিরাজুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এদিন মামলা শুরু করার পর ওই শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মামলাকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। তিনি জানান, ডিআই-কে সিরাজুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পাঠিয়েছেন। এরপরেও পুলিশ অভিযোগ নিচ্ছে না। এরপরই হাওড়া সদর থানাকে বিচারপতির নির্দেশ দেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এফআইআর করতে হবে।

দিল্লি পাবলিক স্কুল রুবি পার্কের 'হোলি স্পেশ্যাল অ্যাসেম্বলি-২০২৫'

নিজস্ব প্রতিবেদন: হোলির প্রাক মুহূর্তে দিল্লি পাবলিক স্কুল রুবি পার্ক, কলকাতা (জুনিয়র স্কুল) হোলিকে কেন্দ্র করে আয়োজন করেছিল রঙের একটি ক্যালিডোস্কোপ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে দিল্লি পাবলিক স্কুল রুবি পার্কের জুনিয়র শাখা একটি মনোমুগ্ধকর সমাবেশের মাধ্যমে হোলি উৎসব উদযাপন করে যার মধ্যে ছিল ঐতিহ্যবাহী গান, নাচও। সঙ্গে ছিল গল্প বলাও। সব মিলিয়ে যা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষিকা, পরিচালনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, শিশু এবং উৎসাহী অভিভাবকদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি ছিল ভারতের রঙ উৎসবের প্রতি এক বিশাল শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়তী চৌধুরী তাঁর স্বাগত ভাষণে হোলি উৎসবে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যে এক প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এরপর বিদ্যালয়ের জুনিয়র কয়ার শ্রোতাদের একটি সম্মোহিত গান উপহার দেয়, যা উৎসবকে সংজ্ঞায়িত করে একত্রে এবং আনন্দের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে।

পার্পল লাইনে আরও দুটি স্টেশনের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্পল লাইন অর্থাৎ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরে আরও নতুন দুটি স্টেশনের অনুমোদন মিলল। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো করিডরের কাজ করছিল। এসপ্ল্যানেড এবং জোকা দু'দিকে দুটি অন্তিম স্টেশন ছিল এতদিন পর্যন্ত। এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জোকার পরে যেখানে সংশ্লিষ্ট মেট্রো রুটের করিডরের ডিপো রয়েছে, সেখানে আরও একটি মেট্রো স্টেশন তৈরি করা হবে। যার নামকরণ করা হবে আইআইএম জোকার নামে।

অন্যদিকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন ছাড়িয়ে ইডেন গার্ডেন নামে আরও একটি স্টেশন করা হবে। সেই মেট্রো স্টেশন প্রিন্সেপ ঘাট সার্কুলার রেল স্টেশন লাগোয়া অংশে করা হবে। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, দক্ষিণ শহরতলির এবং বাবুঘাটের দিক থেকে মানুষজনের সুবিধা করতে এই দুটি স্টেশনের নয়া অনুমোদন দেওয়া হল। এদিকে বর্তমানে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা রয়েছে। কিন্তু সেই রুটে যাত্রী সংখ্যা অত্যন্তই নগণ্য। যে কারণে ৫০ মিনিট অন্তর এক একটি মেট্রো রেক চলে। ধর্মতলা পর্যন্ত এই করিডরের মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়ে গেলে যাত্রীসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটাই বেড়ে যাবে বলে আশাবাদী মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। জোকা থেকে আইআইএম জোকা স্টেশনের দূরত্ব হবে ১.৭ কিমি। এসপ্ল্যানেড থেকে ইডেন গার্ডেন স্টেশনের দূরত্ব হবে ১.৬ কিমি। জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের বা পার্পল লাইনের যাত্রাপথ ১৪.১ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১৮ কিলোমিটার হতে চলেছে।

বিচারপতি বসুর থেকে জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি মামলা সরানোর আর্জি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি মামলা বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক, এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের কাছে আর্জি জানালো রাজ্য। এর আগে বিচারপতি নিজে এই মামলা থেকে সরলেও প্রধান বিচারপতি ফের তাঁকেই মামলা শোনার নির্দেশ দেন। এবার রাজ্য মামলা সরানোর জন্য আবেদন করে। এই মামলায় প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ছাত্র নেতা ত্রিণাঙ্কুর-সহ কয়েকজনের নামে এফআইআর দায়ের হয়। এরপরই আদালতের তরফ থেকে প্রশ্ন ওঠে, কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না তা নিয়ে।

উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এই মামলায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। সেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জিটিএ নেতা বিনয় তামাং, তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নাম ছিল। এই এফআইআর এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে অনুসন্ধান করে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্টের বিচারপতি বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ। শেষবারের শুনানিতে বিচারপতি বসু এই মামলার তদন্ত কত দূর এগিয়েছে, তা জানার জন্য বিস্তারিত জবাব চায় কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে মামলার শুনানি চলাকালীন আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে। রাজ্য সরকারের ভূমিকায় বিরক্তি প্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছিল বিচারপতিকে।

মজদুর ভবনে হোলি উৎসবে মাতলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর পেরোলেই বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তাই এখন থেকেই জনসংযোগে জোর দিচ্ছে ঘাসফুল ও গেরুয়া শিবির। যদিও এবছর দোল ও হোলি একই দিনে পড়েছে। চলছে পবিত্র রমজান মাস। বৃহস্পতিবার রাতেই জগদ্দলের মজদুর ভবনে হোলি উৎসবে মাতলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। রঙের উৎসবে জনসংযোগ সারলেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। দলীয় কর্মীরা মজদুর ভবনে এসে প্রিয় নেতার গালে আবীরে রাঙিয়ে দিলেন। প্রাক্তন সাংসদও তাঁর অনুগামীদের রঙিন আবির লাগালেন। অর্জুন সিং ছাড়াও ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং এবং বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং রঙের উৎসবে সামিল হলেন। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং রাজ্যবাসীকে রঙের উৎসব দোল ও হোলি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, রঙের উৎসব সকলের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ বয়ে আনুক।

ট্যাংরা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জবানবন্দি দিলেন প্রসূন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরার দে পরিবারের এক নাবালিকা ও দুই মহিলা কীভাবে খুন হয়েছেন তা জানা গেছে দে পরিবারের ছোট ভাই প্রসূনের জবানবন্দিতে, এমনটাই জানাল কলকাতা পুলিশ। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফের থেকে এও জানানো হয়েছে, জবানবন্দিতে প্রসূন জানিয়েছেন, ঘটনার আগের দিন রাতে অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তিন তলার ঘরে ঘুমের ওষুধ ও প্রেসারের ওষুধ হামান দিস্তায় একসাথে গুঁড়ো করেন প্রণয়। আত্মহত্যার লক্ষ্যে সেইসব ওষুধ পায়েস ও সন্দেশের মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে পরিবারের সকলে মিলে খান। কিন্তু পরদিন রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুম ভেঙে যায় প্রসূনের। ওষুধ কাজ করেনি বুঝতে পেরে স্ত্রীকেও ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। অন্যদিকে ওই নাবালক ও তাঁর বোন নিজেদের ঘরে ঘুমিয়েছিল। তাদের ঘরে গিয়ে দেখে তাঁরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দুই ভাইবোন। তখন প্রসূন গিয়ে দাদা প্রণয় ও তাঁর স্ত্রীকেও ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। এরপর দুই ভাই ও দুই বউ বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে যান। সেখানে তাঁরা ঠিক করেন, ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পরিকল্পনায় যেহেতু কাজ হয়নি তাই এবার হাতের শিরা কেটে নিজেদের শেষ করবেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নাবালিকার পড়ার ঘর থেকে ছুরি নিয়ে আসা হয়। প্রথমেই প্রসূন তাঁর স্ত্রী রোমির হাত কাটতে যান, কিন্তু তাতে আপত্তি জানান তিনি। প্রসূনকে জানান, আগে যদি তাঁদের মৃত্যু হয়, তারপর কোনও কারণে মেয়ে বেঁচে থাকলে, তার পক্ষে বাকি জীবন কাটানো অনেক কষ্টের হবে। তাই আগে বাড়ির বাচ্চাদের খুন করার পর বড়রা নিজেদের শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপরই সস্ত্রীক মেয়ের ঘরে যান প্রসূন। মেয়ে ঘুমিয়ে থাকলেও নিজে হাতে তার শিরা কাটতে পারবে না বলেন প্রসূন। তখন স্ত্রীকে নির্দেশ দেন মেয়ের পা চেপে ধরতে। রুমি পা চেপে ধরলে নিজের হাতে মেয়ের মুখে বালিশ চেপে ধরেন প্রসূন। মৃত্যু নিশ্চিত করে। মারা গিয়েছে বোঝার পর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এরপর নিজের বেডরুমে যান প্রসূন। সেখানে যাওয়ার পর মেয়ের জন্য কাঁদতে থাকেন রোমি। সেই অবস্থায় প্রথমে রোমির হাতের শিরা কাটা হয়। কিছু সময় পর প্রসূনকে রোমি বলেন, হাত কেটে কিছু হচ্ছে না। রোমি তখন তার গলা কেটে দিতে বলেন প্রসূনকে। সেইমতো রোমির মুখে বালিশ চেপে ধরে তার গলাও কেটে দেন প্রসূন। কিছু সময় সেখানে বসে থাকে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার অপেক্ষায়। এরপর দাদা প্রণয়ের বেডরুমে যান প্রসূন। বৌদি সুদেষ্ণাকে বলেন মেয়ে ও বউকে খুন করে এসেছেন তিনি। তখন সুদেষ্ণা গিয়ে ওই নাবালিকা ও রোমির দেহ দেখে আসেন। নিজের ঘরে ফিরে সুদেষ্ণা প্রসূনকে বলেন, রোমির মতোই একইভাবে তাঁকেও মেরে দেওয়ার জন্য। প্রসূন তখন একইভাবে সুদেষ্ণার গলা ছুরি দিয়ে কেটে তাঁকে হত্যা করেন। মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করে প্রসূন।

এরপর প্রণয় দে'র ছেলেকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। গায়ে হাত দিয়ে নাবালক ততক্ষণে বুঝতে পেরে যায় বোন আর বেঁচে নেই। এক্ষেত্রেও প্রসূন প্রথমে নাবালকের হাত কেটে দেয়। তারপর গলা কাটার চেষ্টা করলে সে ঘাড় সরিয়ে নেয়। তাতেও ঘাড়ে সামান্য আঘাত লাগে। তখন বাঁচতে চায় বলে কাকার কাছে আর্জি জানায় নাবালক। বলে, সে যে করে হোক বেঁচে থাকবে কিন্তু তাকে যেন না মারা হয়। তখন প্রণয় তার ছেলেকে নিয়ে তিন তলার একটি ঘরে চলে যায়। দুই বউ ও মেয়েকে খুন করার পর তিন তলার ঘরে গিয়ে রক্তমাখা জামাকাপড় খুলে ফেলেন প্রসূন। এরপর রাতে দুই ভাই ও ভাইপো মিলে আবার ঘুমের ওষুধ খান। এই চেষ্টাও সফল না হওয়ায় রাতে গাড়ি নিয়ে আত্মহত্যার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। বিভিন্ন রাস্তা ঘুরতে থাকে গাড়ি ধাক্কা মেরে আত্মহত্যার সঠিক জায়গা খুঁজে বার করার জন্য। অবশেষে বাইপাসের ধারে মেট্রোর পিলার চিহ্নিত করার পর সিট বেল্ট খুলে দেয় যাতে এয়ারব্যাগ না খোলে। কিন্তু গাড়ির প্রযুক্তি এমন ছিল যে সিলবেল্ট না থাকলেও গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যায়।

যোগেশচন্দ্রর ঘটনায় চারু মার্কেট থানার ওসিকে তলব আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার যোগেশচন্দ্র কলেজ যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য চারু মার্কেট থানার ওসিকে তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তাঁকে দ্রুত হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। মনে করা হচ্ছে, কলেজের ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট পেতেই এই তলব।

বৃহস্পতিবারের শুনানিতে টিএমসিপি নেতা সাব্বির আলির আইনজীবী পার্থ সারথি বর্মণ দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। মিথ্যে অভিযোগ। বস্তুত, বুধবার যোগেশ চন্দ্র ল কলজের পড়ুয়াদের একাংশ অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাসের ভিতরে তাঁদের গায়ে বহিরাগতরা এসে রং-জল ছুড়েছেন। এরা সকলেই সাব্বির আলির 'ঘনিষ্ঠ'। এরপর এই মামলা ওঠে কোর্টে। এ দিন আদালতে শুনানি চলার সময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সাব্বিরের উদ্দেশে বলেন, 'ধরে নিচ্ছি আপনি ছিলেন না। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ। আপনি যদি লিডার হন ইউনিয়নের, তাহলে আপনার উপর দায়িত্ব পড়ে। ক্লাসরুমে যা হয়েছে সেই ছাত্র যদি আপনার ইউনিয়নের হয়, আপনি তো ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন না। একজন ছাত্র যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন আপনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।' পাল্টা মামলাকারী ছাত্রের আইনজীবী অর্ক নাগ জানান, 'এই নিয়ে তৃতীয়বার আদালতে এল যোগেশ চন্দ্র কলেজ। বহিরাগতরা রং বলে যেটা ব্যবহার করল সেটা লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, ধনের গুঁড়ো। মিডিয়াকে মারধর করা হয়েছে। একটাও এফআইআর হয়নি। অথচ পুলিশ ছিল ঘটনাস্থলে।' এরপরই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানতে চান, বহিরাগতরা কী চায় সে ব্যাপারেও। এরপর আইনজীবী অর্ক নাগ বলেন, 'সরস্বতী পুজো থেকে শুরু। আদালত দুটি পুজোর অনুমতি দেয়। এরপর ডে কলেজের ছেলেরা রোজ ঝামেলা করে।

সম্পাদকীয়

নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে ধামাচাপা দিতে ‘ভিড়ের উন্মত্ততা’কে দুষেছে প্রশাসন

মহাকুম্ভে যে বিপুল জনসমাগম হতে চলেছে, তার জন্য যে আগাম প্রস্তুতি লাগবে, সেই আন্দাজ নিশ্চয়ই উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন করতে পেরেছিল। তা হলে রেলপথে কুম্ভযাত্রা এমন বিভীষিকাময় কেন হল? ট্রেনের সময়সারণি, ঘোষণা, এবং ক্রমাগত নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আগমনের ঘোষণা বদলে বিভ্রান্ত যাত্রীদের বাঁধাভাঙা বন্যাস্রোতের মতো হুড়মুড়িয়ে ট্রেনে ওঠা এবং কামরায় প্রবেশের জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হওয়াতেই সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। যাত্রীর চাপ এমন বাড়তে থাকে যে, নয়াদিল্লি স্টেশনের সামনের মেট্রো স্টেশনের গেট পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাতেও রেহাই পাওয়া যায়নি। মৃত হতভাগ্য পুণ্যার্থীদের চটি, ব্যাগ স্তূপীকৃত হয়ে থাকতে দেখা যায়, যা নিমেষে সাফ করা হচ্ছিল, যাতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা জানা না যায়। এই ঘটনায় ভারতীয় রেল নিয়ে গর্বের ফানুসটি ফুটো হয়ে গিয়েছে। নয়াদিল্লি স্টেশনকে ‘মৃত্যু-স্টেশন’ বলার মধ্যে কোনও ব্যঙ্গ নেই। বরং বিস্ময়; এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তা কেন অনুমান করতে পারেননি রেলের কর্তাব্যক্তিরা? অথচ, এই পরিস্থিতির জন্য জনগণকে দুষছেন নেতা-মন্ত্রীরা। কোন পরিস্থিতিতে পুণ্যার্থীরা কুম্ভগামী ট্রেনে ওঠার জন্য রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর করেছেন? কেন রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি; সেই ভাবনা কি প্রশাসন ভেবেছে? লোকাল ট্রেনে যাঁরা নিত্য যাতায়াত করেন, তাঁদের অসহনীয় যাত্রাপথ সম্পর্কে অবহিত রেলের কর্তাব্যক্তিরা? ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও অমিল লোকাল ট্রেনের অফিস-সময়ের যাত্রাপথে। ভিড়ের সেই মহাকাব্যই রচিত হল মহাকুম্ভ-রেল পরিষেবায়। মাঝে-মাঝেই রেল অবরোধের খবর এখন গা-সহা হয়ে গেলেও তার গভীরে গিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হয়? দুর্ঘটনা, রেলযাত্রায় নিরাপত্তাহীনতা এখন এমন বিভীষিকাময় যে, দু’-একটি রাজ্যের উপর দিয়ে রাতের যাত্রা আশঙ্কা জাগায়। কেন সংরক্ষিত কামরায় উঠবে অসংরক্ষিত কামরার মানুষজন, চালাবে দাদাগিরি? কোথায় রেল-নিরাপত্তা কর্মীদের তদারকি? ভুক্তভোগীরা লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু দোষীরা ধরা পড়ে কি? ১৪৪ বছর অন্তর মহাকুম্ভের যোগ যে পূর্বের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে, তার আন্দাজ করার জন্য সুবিশাল পরিকাঠামোগত আয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। পুণ্যার্থীরা গবাদি পশুর মতো তীর্থস্থানে যাবেন, তার যথাযথ পরিকাঠামো থাকবে না? সুতরাং ক্ষিপ্ত জনগণ নির্বিচারে ভাঙচুর চালিয়েছেন ট্রেনে। নিজেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে ধামাচাপা দিতে ‘ভিড়ের উন্মত্ততা’কে দুষেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

শব্দবাণ-২১৯

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. তেলাপোকা, আরশোলা ৪. দেখা ৫. রীতি, নিয়ম ৭. শাস্তিদান ৯. পুষ্প, কুসুম ১১. হোলি বা দোলের আগের দিন আগুন জ্বেলে আমোদপ্রমোদ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. তেলি ২. অধর্ম,কলুষ ৩. খিলান করা ছোট খাঁদ ৬. ফন্দি, কৌশল ৮. ব্রাহ্মণ ১০. সতিন-সম্পর্কিত।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৮

পাশাপাশি: ১. অপমানিত ৩. আমলা ৫. কীটজা ৭.পরিখা ৮. তাওয়া ১০. নয়াজমানা।

উপর-নীচ: ১. অবম ২. নিজকীয়তা ৩. আরোপ ৪. লাটখাওয়া ৬. জালিয়া ৯. ওড়না।

জন্মদিন

আজকের দিন

আমির খান

১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ফরিদা জালালের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমির খানের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ সোহম চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

বসন্ত মানেই দোল

সিদ্ধার্থ সিংহ

শ্রীকৃষ্ণ তখন একেবারেই বালক। সারা গোকুল তার দুষ্টুমিতে অস্থির। গোপিনীরা মাথায় হাঁড়ি করে ননি নিয়ে হাটে যেতে ভয় পায়, কখন দলবল নিয়ে সে হামলা চালায়! তবু সকলের কাছেই সে ছিল নয়নের মণি।

কিন্তু অন্যান্যদের তুলনায় গায়ের রং একটু চাপা হওয়ায় তার মনে নিশ্চয়ই একটা কষ্ট ছিল। তাই একদিন সে তার পালিকা মাকে বলেই ফেলল, মা, রাধা-সহ সব গোপিনীরাই এত ফরসা, কিন্তু আমার রং কালো কেন?

এ কথা শুনে মা যশোদা ঘর থেকে কিছুটা আবির এনে তার সারা গায়ে মাখিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও, এই আবির সবাইকে মাখিয়ে দাও। তা হলে কেউ আর কালো বা ফরসা থাকবে না। সবাই সমান হয়ে যাবে।

মায়ের কথা শুনে সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল গোপিনীদের আবির মাখাতে। ব্যাস, সবাই মজা পেয়ে গেল। আর সেই যে শুরু হল, তার পর থেকে সেই দিনটাই চিহ্নিত হয়ে গেল সবাই সবাইকে আবির মাখানোর দিন হিসেবে। আর সেই জায়গাটাও নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট হয়ে গেল দোলমঞ্চ হিসেবে। যত দিন গেল গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন দোলমঞ্চ। যেহেতু সেই দিনটা ছিল পূর্ণিমা, তাই সবার কাছে সেটা হয়ে গেল দোল পূর্ণিমা। মানে ফাল্গুনি দোল পূর্ণিমা।

শুধু এ দেশেই নয়, এশিয়া মহাদেশের নেপাল, দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনাম, উত্তর আমেরিকার ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, ওশেনিয়া অঞ্চলের ফিজি, আফ্রিকা মহাদেশের মরিশাস ছাড়াও যেখানেই ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা আছেন, সেখানেই জাঁকজমক করে প্রতি বছর পালন করা হয় দোল উৎসব। দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানাতে তো দোলটা আবার রীতিমত জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সময়ে দোল অন্য মাত্রা পায়। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক এই উৎসবের অঙ্গ হয়ে ওঠে। আজও প্রতি বছর দোলের দিন সকালবেলায় প্রভাতফেরি বের করে আশ্রমিকেরা। তারা দল বেঁধে — ‘ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল’ গানটি গেয়ে বসন্তোৎসবের সূচনা করে। সন্ধ্যাবেলায় গৌরপ্রাঙ্গণে কবিগুরুর কোনও না কোনও নাটক মঞ্চস্থ হয়।তা দেখতে শুধু এ দেশের নানা কোণ থেকেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে ভিড় করে।

চোদ্দোশো এক সালে বাংলাদেশেও রঙের উৎসব শুরু হয়। সেই থেকে আজও ‘জাতীয় বসন্ত উৎসব উদযাপন পরিষদ’ প্রত্যেক বছর খুব ঘটা করেই আয়োজন করে এটা। যদিও এখন তার আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের অন্যত্রও।

এক সময় শুধু আবিরই ব্যবহার করা হতো। বলা হতো, আবির গায়ে মাখলে নাকি বসন্ত রোগের প্রকোপ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে, মানুষ ততই আবিরের বদলে ব্যবহার করতে শুরু করেছে বালতিতে গোলা রঙিন জল। ব্যবহার করা শুরু করেছে পিচকারি। যাতে কেউ রং দেখে ছুটে পালাতে গেলেও দূর থেকেই তাকে রাঙিয়ে দেওয়া যায়। যিনি রং মাখতে চান না, তাকে জোর করে রং মাখানোর আনন্দই যেন আলাদা। পাড়াতুতো দেওর বউদিদের খুনসুটি মাখানো রং খেলা তো সর্বজনবিদিত। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে বলে আগের দিনই রংচং নিয়ে ভূত সাজে ছাত্রছাত্রীরা। প্রচুর প্রেমের সূত্রপাতও হয় এই দিন।

তারও পরে রঙের পাশাপাশি দোলের অঙ্গ হয়ে ওঠে পঁচা ডিম, মোমের ফুচকা, মোবিল, এমনকী কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি অত্যন্ত বিপজ্জনক নানান রংও। যা হাজার চেষ্টা করেও এক-দু’দিনে ওঠানো তো দূরের কথা, এক সপ্তাহ পরে তোলাও প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, ওই রং যে চামড়ার পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক, তা ব্যবহারকারীরাও জানেন। তবু ব্যবহার করেন। শোনা যায়, ওই রঙের জন্য কারও কারও চোখও নাকি নষ্ট হয়ে গেছে।

শহরের বাইরের ছবিটা অতটা ক্ষতিকারক না হলেও বেশ কদর্য। কাছাকাছি ডোবা না থাকলে শুধুমাত্র দোলের জন্যই রাতারাতি ছোট ছোট ডোবার মতো গর্ত করে তাতে আগে থেকেই গোবর জল গুলে রাখা হয়। লোকজনকে কোলপাঁজা করে তুলে এনে সেখানে ফেলে নাকানি-চোবানি খাওয়ানোর মজাই নাকি আলাদা। কোথাও আবার বালতি করে নোংরা জল লুকিয়ে লুকিয়ে এনে পেছন দিক থেকে আচমকা কারও মাথায় ঢেলে দেয়।

আর এই রং দেওয়ার অজুহাতে কিছু ছেলেপুলে কোনও কোনও মেয়ের সঙ্গে যে অশালীন ব্যবহার করে না, তাও নয়। আর তা নিয়ে দোলের দিন পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোলও কম হয় না। সেই রেশ থেকে যায় বেশ কয়েক দিন।

তার ওপরে, এই দিনে বেশ কিছু উঠতি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মদ খাওয়ার প্রতি একটা প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। তাই প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় টহল দেয় সাদা পোশাকের পুলিশ। ধরপাকড় চালায় একই বাইকে তিন-চার জন মিলে হুল্লোড় করতে করতে যাওয়া উৎশৃঙ্খল বাইক আরোহীদের। ফলে এক সময় যা ছিল নিখাদ আনন্দের, রং মাখানোর পরে মিষ্টিমুখ করানোর সামাজিক রীতি, আস্তে আস্তে তা উধাও হয়ে যায়।

দোল আসলে হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন উৎসব। তাই নারদ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ ও জৈমিনি মীমাংসা’তেও রঙের উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক শিলালিপিতেও রাজা হর্ষবর্ধনের ‘হোলিকোৎসব’ পালনের উল্লেখ দেখতে পাই।

অনেকেই এই দোলের সঙ্গে ‘হোলি’কে গুলিয়ে ফেলেন। আসলে হোলি আর দোল কিন্তু এক নয়। সম্পূর্ণ আলাদা।

স্কন্দ পুরাণ থেকে জানা যায়, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাকের মৃত্যু হয় বিষ্ণুর হাতে। তখন ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শোকে মুহ্যমান হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যায় বসেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দেন — না জলে, না স্থলে, না ঘরে, না বাইরে, না রাতে, না দিনে, না আকাশে, না মাটিতে, না অস্ত্রে, না শাস্ত্রে é— কোথাও, কোনও কিছুতেই তাঁর মৃত্যু হবে না। শুধু তা-ই নয়, নাগ, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, দেবতা, পশু, মানুষ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, দিকপাল, লোকপাল, প্রজাপতি — এক কথায় ব্রহ্মার যত সৃষ্টি আছে, তারা কেউই তাঁকে হত্যা করতে পারবে না।

এই বরে হিরণ্যকশিপু এতটাই ঔদ্ধত্য হয়ে উঠেছিলেন যে, ক্রমশ দেবতাদেরই তিনি অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। বিশেষ করে বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন বিষ্ণুর। কারণ, এই বিষ্ণুর হাতেই বধ হয়েছিল তাঁর ভাই।

তাঁর ছেলে প্রহ্লাদ যেহেতু বেশ কিছু দিন নারদের হেফাজতে ছিল, তাই সে হয়ে উঠেছিল পরম বিষ্ণুভক্ত। সে এতটাই ভক্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে জন্য তার নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল ‘ভক্ত’ শব্দটা। তাই প্রহ্লাদ থেকে সে সবার কাছে হয়ে উঠেছিল — ভক্ত প্রহ্লাদ।

তাঁর চরম শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ছেলের এই পরম ভক্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না হিরণ্যকশিপু। তাই সেই ভক্তি দূর করার জন্য ছেলেকে তিনি নানা ভাবে বোঝাতে লাগলেন। লোভ দেখাতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল না হওয়ায় তাকে জব্দ করার জন্য তিনি নানা রকম শাস্তি দিতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও ছেলের কোনও হেলদোল না দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত কঠিন কঠোরতম পথই বেছে নিতে বাধ্য হলেন। স্থির করলেন তার মৃত্যুদণ্ড।

কখনও ক্রুদ্ধ দৈত্যরাজ মশানে গিয়ে প্রহ্লাদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করার হুকুম দিলেন। কখনও বদ্ধঘরে বিষধর*সাপ ছেড়ে দিতে বললেন। কখনও পাগলা হাতির পায়ের সামনে তাকে ছুড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কখনও আবার হাত-পা বেঁধে গলায় বিশাল বড় পাথরের চাঁই বেঁধে অতল সমুদ্রে ফেলে দিতে বললেন। আর প্রতিবারই একের পর এক নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতে লাগল ভক্ত প্রহ্লাদ।

তখন একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে হিরণ্যকশিপু স্মরণাপন্ন হলেন তাঁর বোনের। তাঁর বোন ছিলেন হলিকা রাক্ষুসি। তিনি তপস্যা করে দেবতাদের কাছ থেকে বর পেয়েছিলেন, আগুন তাঁকে কখনও পোড়াতে পারবে না। তাই হিরণ্যকশিপু তাঁকে পরামর্শ দেন, তাঁর ছেলেকে নিয়ে জলন্ত আগুনে প্রবেশ করার জন্য। যাতে তাঁর ছেলে আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যায়।

হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে তাঁর লোকজনেরা প্রচুর কাঠকুঠো স্তূপীকৃত করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুন দাউদাউ করে জ্বলতেই দাদার কথা মতো ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে তিনি সেই আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।আগুনে ঢোকার সময় তাঁর স্মরণেই ছিল না, দেবতারা তাঁকে বর দেওয়ার সময় একটা শর্তও চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যদি কখনও এটাকে অপব্যবহার করো, তা হলে এই বরের যাবতীয় গুণ নষ্ট হয়ে যাবে এবং* আগুন তোমাকে গ্রাস করবে।

যেহেতু একটা নিরাপরাধ নিষ্পাপ শিশুকে পুড়িয়ে মারার জন্য উনি আগুনে প্রবেশ করেছিলেন, সেই অপরাধে*তাঁর সেই ‘বর’ -এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে যা হবার তা-ই হল।

হলিকা রাক্ষুসি আগুনের ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেলেন। আর সেই আগুন থেকে হরিনাম করতে করতে একদম অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এল একরত্তি বালক — ভক্ত প্রহ্লাদ।

সেই থেকেই অশুভশক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়ের দিন হিসেবে হলিকাদহন পালন করা হয়। হলিকা রাক্ষুসির নামেই। পরে ধীরে ধীরে অপভ্রংশ হয়ে লোকের মুখে মুখে সেটাই হয়ে যায় হলিকা দহন থেকে শুধু — ‘হোলি’। কেউ কেউ অবশ্য ‘হোরি’ও বলে। সমস্ত ‘অপ’কে পুড়িয়ে শুদ্ধিকরণ করাই হল এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। তাই*দোলের আগের রাত্রে খড়কুটো জড়ো করে আগুন লাগানো হয়। এটাকে কোথাও বলা হয় চাঁচড়, কোথাও নেড়া পোড়া। কিন্তু না, এখন আর কাউকেই বলতে শুনি না এর আর একটা কঠিন নাম — ‘বহ্যুৎসব’।

যদিও এই দুই উৎসবের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এই নেড়া পোড়া বা চাঁচর পোড়ার অন্য আর একটা আধুনিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দোল বা হোলি যেহেতু ঋতুচক্রের শেষ উৎসব, তাই উৎসবের আগেই গাছপালা থেকে ঝরে পড়া ডালপাতা, জীর্ণ, ভাঙাচোরা, পুরনো জিনিসপত্র, যেখানে যা আছে, সব এক জায়গায় জড়ো করে পোড়ানোর উদ্দেশ্যই হল চারিদিক একেবারে সাফসুতরো করা। আবার নতুন ভাবে* জীবন শুরু করা।এই নতুন ভাবে জীবন শুরু করাই হল নেড়া পোড়ার আসল লক্ষ্য।

লক্ষ্য যাই হোক, আমরা কিন্তু এই দোলকে রঙের উৎসব হিসেবেই বেছে নিয়েছি। কিন্তু রং যাতে আমাদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে, সে জন্য আবির তৈরির আদিম ঘরানাকেই ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় চলছে বহু দিন ধরেই। ছোটখাটো বিভিন্ন সংস্থা হার্বাল আবির বানাতে শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন ফুলের পাঁপড়িকে বিশেষ পদ্ধতিতে গুঁড়ো করা হচ্ছে। তার পর তাতে নানান ফুলের নির্যাস মিশিয়ে একেবারে হাড্রেড পারসেন্ট নির্ভেজাল এবং নিরাপদ আবির বানানো হচ্ছে। সে জন্য তাদের উদ্যোগকে বাহবা দিতেই হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেগুলো বানাতে গিয়ে এতটাই ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে যে, সেটা আর সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকছে না। ফলে উদ্যোগ ভাল হলেও তা মুখ থুবড়ে পড়ছে।

তবু বলব, দিনের শেষে আমাদের মনে যতই কালিমা থাকুক, যতই কষ্ট থাকুক, বছরের অন্তত এই একটা দিন রঙের ছোঁয়া পেয়ে, সব দুঃক্ষকষ্টকে দূরে সরিয়ে আমরা কিন্তু রঙিন হয়ে উঠি। অন্তত রঙিন হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। এখানেই*দোলের সার্থকতা। হোলির পরিপূর্ণতা। বসন্তের শ্রেষ্ঠ উৎসব।

সোশ্যাল মিডিয়া ধরিয়ে দিলো পুরুষ হওয়াটা কতটা পাপ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

না, ননীর কথা বলছি না। ননী গানটি ভাইরাল। ধণ মানে টাকা দেখা ননী তার প্রেমিককে ছেড়ে চলে গেছিল। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। প্রেমিককে সে ছেড়ে চলে গেছে জাস্ট পয়সার জন্য। তবে আমরা জানলাম এখন। অথচ গানটি ১৯৯৫ সালের। ছড়িয়েছে ২০২৫ এ। সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তিতে কি না হতে পারে। আমরা ‘রানো, ম্যায় হু বুম্বাই কি রানো’ গানটাও শুনলাম। এ গানও সাংঘাতিক জনপ্রিয়। আমরা এর আগে দেখেছি, ‘বন্ধু কোন কোন জায়গায় ব্যথা রে বান্ধবী ললিতা’কে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। কি ভাইরাল সেই গান। আমরা তারও আগে ‘কাঁচা বাদাম’ বা এরও বেশ আগে ‘তেরি মেরি কাহানি’ নামের গানটিও শুনেছি। সে কি ভাইরাল! কিন্তু এগুলি কিছুটা গিয়ে থেমে গেছে। এগুলি যেমন আসে, তেমন যায়। মাঝে রানু মন্ডল কে নিয়ে আপামর ভারতবাসীর একটা উদ্বেগ ছিল। কিন্তু কোথায় গেলো! রানু মন্ডলের কিছুটা পাগলামি পরে ধরা পড়লেও বাকিরা তো স্বাভাবিক ছিল। তবে কোথায় গেলো সব? আর মুম্বাই খ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পী হিমেশ রেশেমিয়াও তো রানুকে নিয়ে কম পরিশ্রম করেনি। তবে যায় হোক শেষ রক্ষা হয়নি। মানে উবে গেছে। তবে এখানে আরো অনেক কিছু ভাইরাল হচ্ছে। যেমন করে দেখা যাচ্ছে বহু কিছুর সাথে কিছু নাচ বা উপদেশ বাণী ভাইরাল হচ্ছে। আমাদের আলোচনায় বর্তমানে উপদেশ বাণী সাংঘাতিক জনপ্রিয়। কিছু না জাস্ট চড়া মেকআপ দিয়ে মেয়েরা হাজির হচ্ছে। মেয়েদের কি সাংঘাতিক হিংস্র অভ্যাস তাদের কথায়। আসুন তবে সোশ্যাল মিডিয়ার সেই ঘরে ঘুরে আসা যাক। এখন ফেসবুক খুললেই দেখা হচ্ছে মেয়েরা কিভাবে মেয়েদের স্বভাব আর ব্যবহারের কথা তুলে দিচ্ছে সকলের সামনে। অবাক করা বিষয়! কিভাবে তারা বিক্রি করছে নিজেদের। এখনো অবধি এমনটা দেখা যেতো না। এখন দেখা যাচ্ছে। মানে গৃহের অন্দরমহলের কথা শোনা যাচ্ছে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে। যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্বামীদের কিভাবে হাতে রাখা যায়। স্বামী বিগড়ে যাওয়ার পেছনে মেয়েরা কতটা দায়ী। স্বামী ছেড়ে গেলে সারাজীবনের সাথী পাওয়া দুষ্কর, বাপের বাড়ির মদত কিভাবে নিজের ঘর সংসার নষ্ট করছে, বিধবাদের অবস্থান সমাজে কি ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কিছু মেয়েরা কি কঠিন প্রাণী। তারা অর্থ কতটা ভালো বোঝে। ভুল বললাম। তারা অর্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। আর আশ্চর্যের বিষয় এই বাণী গুলোও ছড়াচ্ছে সেই অর্থের ই জন্যে। সেই সব মেয়েদের উদ্যেশ্য যেন একই--বাণিজ্য। হ্যাঁ, এটাও এক বাণিজ্য! মানে তোমার কোন কোয়ালিটি নেই যখন জানছো তখন তুমি সেজে গুজে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাইট দাও। দেখবে তোমার কত লাইক। কত ভিউজ। কত পয়সাও। এখন তো একাউন্টে কত টাকা হলো তাও দেখানো হচ্ছে। আর মেয়েদের পোশাক খোলার কথা না হয় এখানে নাইবা আলোচনা করলাম। বুঝে নিন।

তবে অন্দরমহলের কথা এবার সবাই জেনে গেলো। এতো গুলি মেয়েরা যখন অকপটে স্বীকার করছে ছেলেদের জীবন নষ্ট করার পিছনে মেয়েরাই দায়ী তখন তো তা অসত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। তবে কি কিছু মেয়েদের একটু বোধোদয় হলো। নাকি শুধুই ব্যবসা ! অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। তবে জানেন কি এই বিপ্লব টা ঘটিয়েছিল অনেক আগে এক বিশিষ্ট মহিলা। নাম উল্লেখ করছি না একজন মহিলা প্রথম ছেলেদের অত্যাচারের কাহিনীকে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি অনেক গলা ফাটিয়েছিলেন পুরুষদের হয়ে। তখন অনেক মহিলা তাকে অসহ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন! এখন দেখা যায় পুরুষদের উপর ঘটে যাওয়া মানুষিক অত্যাচারকে নিয়ে মহিলারাই সরব হয়েছেন। মেয়ের জন্যে পাত্রী খুঁজতে গেলে কেনো ছেলে কি কাজ করে, কত টাকা মাইনে তা জানতে চাওয়া হয়? কেনো এটা জিজ্ঞাসা করা হয় না মেয়েটি কি করে? কেনো এটা ভাবা হয় না হয় না ছেলের কোনো কিছু অঘটন ঘটে গেলে মেয়ে তার সেই সংসার চালাতে পারবে কি না। মানে বাচ্চা দেখভাল, নিত্য দিনের খরচ চালানো, লোন এ ফ্ল্যাট থাকলে তার ই এম আই চালানোর ক্ষমতা তার আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে পারেন কেনো ঘরে নতুন বউ আসলে ছেলের মা নিজের গহনা খুলে পুত্রবধূকে গলায় তুলে দেন? ঘরের বা আলমারির সব কিছুর চাবি তার হাতে সঙ্গে সঙ্গে তুলে দেন কেন বলতে পারেন? এমন কোন স্বস্তির জায়গা আছে কি যেখানে সব কিছু পেয়ে তাড়াতাড়ি সে কেটে পড়বে না এমন কোনো গ্যারান্টি? এমন অনেক প্রশ্ন চলে আসে। আপনি বলবেন আমি নারী বিদ্বেষী। কেনো বলছেন সে কথা বলতে পারেন? আমরা তো নারী পুরুষ সমান সমান বলছি। তবে সেই নারীকে দেখান না যে কিনা একজন পুরুষের সমান টাকা সম্মানজনকভাবে রোজকার করে এবং তেমন ছেলের সঙ্গেই তার বিবাহ হয়! যদি করেও তবে সে তার স্বামীর বেশি টাকার রোজগেরে হতেই হবে। আপনি বলবেন এ রকম অনেক আছে। হয়তো আছে। মানছিও সে কথা। কিন্তু কতজন মহিলা আছে বলুন তো যে কিনা পুরুষকে আর্থিক দিক দিয়ে চালায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে কম রোজগেরে মহিলা সব সময় ভালো রোজগেরে পুরুষকেই খোঁজে। অথচ উল্টোটা কখনোই হয় না। মানে একজন ভালো উপার্জনকারী পুরুষ বেশিরভাগ সময়ই চাকরিহীন বা কম উপার্জনকারী মেয়েকেই বিবাহ করে। তবে! আপনার মানে খুব কষ্ট হচ্ছে হয়তো, তবে বাস্তবকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। চলুন তবে এবার সেই ঘরেও ঘুরে আসি।

এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পর চা জল বা একটু ভালো কথা না পেতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে সারাদিন পরিশ্রমের পর আপনি বাড়ি ফিরে শুধু নেই নেই শুনতে পান। অনেকক্ষেত্রে আপনি হাড়ভাঙা খাটনির পর তার মা এই বলেছে তো ননদ এই বলেছে বা তা না থাকলে পাশের বাড়ির লোকে এই বলেছে যা তোমাকে প্রতিবাদ করতে হবে এমন ঝংকার পেতে পারেন। আপনি জানেন না আপনার বাড়ি থেকে বহু জিনিষ বাপের বাড়িয়ে চলে গেছে আপনারই অজান্তে। আপনি জানেন না আপনার অনুপস্থিতিতে কিভাবে আপনার স্ত্রী কাজে লাগায়। বাজে বিষয়টা আর উল্লেখ করলাম না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দেখা গেলো এই অনুপস্থিতিতে আনাগোনা বাড়ায়। আপনি জানেন না কেনো, কিই বা তার কারণ। আপনি এও জানেন না কিভাবে আপনার পছন্দের জিনিষ ঘর থেকে উধাও হয়ে গেলো। আপনি স্ত্রীর গুড মর্নিং থেকে গুড নাইট অবধি বাপের বাড়ির ফোন বন্ধ করাতে পারেননি শত চেষ্টাতেও। আপনি পারেননি সমস্ত অর্থনৈতিক দিক তার হাতে তুলে দিয়ে শান্তিতে থাকতে। আপনি কোনোভাবেই চাহিদা মেটাতে পারলেন না। না, শুধু অর্থনৈতিক চাহিদা নয় আপনি মেটাতে পারলেন না শারীরিক চাহিদাও। এই প্রিন্ট মিডিয়ায় সে বিষয়ে আর নাই বা আলোচনা করলাম। এমনও দেখা গেছে ঘরের কাজ স্ত্রী থেকে পুরুষ বেশি করে। সুতরাং বিরাট সমস্যার মধ্যে কাটাচ্ছে পুরুষ তা তো বুঝতে কোনো অসুবিধার কথা নয়।

আজ কত পরে তা নারীরা বুঝতে পারছেন। নাকি তাতেও আছে ব্যপসা! প্রশ্নটা তো থেকেই যায়-তাই না? আমরা সব মহিলাকে এখানে আনছি না। আমরা তো মেয়েদের মায়ের জাত হিসাবে চিনি। আমরা তো এও মানি একটা জাতির মেরুদণ্ড হলো মহিলারা। তাই তাদের অসম্মান করি কি করে। বরং আরো সম্মানের জন্যেই তো তাদের নিয়ে এতকিছু ভাবা। আমরা তো চাই না কিছু ভুলভাল মেয়েদের জন্যে নারীকুলের বদনাম হোক। তবে এক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে নারীদেরই বেশি সচেতন হতে হবে। মানলে মৌন সায় দেবেন নইলে মার্জনা করবেন।

লেখক : বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

উত্তরপাড়া থেকে চন্দননগর, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হবে মে মাসে, জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এখনও পর্যন্ত ছ'জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, মোবাইল ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা হলে ঢোকা আটকাতে এবারই প্রথম মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবহার হয় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। উত্তরপাড়া থেকে চন্দননগর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা সংসদের সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী মল্লিক এবং জেলা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শুভেন্দু গড়াই।

উত্তরপাড়া গভর্মেন্ট হাইস্কুল, কোন্নগর হাইস্কুল, শ্রীরামপুর আখনা গার্লস হাইস্কুল, ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা গার্লস হাইস্কুল পরিদর্শন করে শেষে চন্দননগরের কৃষ্ণ ভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে পরীক্ষা কেমন হচ্ছে ঘুরে দেখেন। বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল।

সভাপতি জানিয়েছেন, রাজ্যের একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র তিনি ঘুরেছেন, সর্বত্রই পরীক্ষা ভালো হয়েছে। নবম দিনে হুগলিতে এসেছেন। হুগলিতে পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। হুগলিতে আহ্বায়ক এবং পরীক্ষা সম্পর্কিত টিম ভালো কাজ করেছেন। সব জায়গাতেই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। ক্লাস রুমে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন।

এবছর পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা এবারই প্রথম। মেটাল ডিটেক্টর থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা কেন্দ্রে কয়েকটি মোবাইল ধরা পড়েছে। মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর মোবাইল ফোন ব্যবহার করার প্রবণতা কমিয়ে শূন্যতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার কারণে ৬ জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষায় মোবাইলের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স। এটা অবশ্যই একটা বড় সাফল্য।

এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে, কারণ ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম ছিল। মাধ্যমিক উত্তীর্ণের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার। রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল সাড়ে ৫ লক্ষ। এনরোলমেন্ট হয়েছিল ৫ লক্ষ ৯ হাজার। ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত হল ২০১৭ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির সময় পড়ুয়াদের একটা বয়স এডজাসমেন্ট করা হয়েছিল। সেই সময় অনেকেই তখন বাদ পড়েছিল। তাছাড়া পোস্ট কোভিডের একটা এফেক্ট কাজ করেছে।

প্রিয়দর্শিনী মল্লিক জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা, পলিসি এবং নানান রকমের স্কিম এবং প্রশাসনের সহযোগিতা ইত্যাদি নারী পরীক্ষার্থী বেশি হওয়ার একটা কারণ। একইসঙ্গে কন্যাশ্রীর একটা বড় প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের একাধিক প্রকল্প নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যথেষ্টই কার্যকরী হয়েছে।

প্রভাব খাটিয়ে আর্থ মুভার দিয়ে পুকুর ভরাটের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রভাব খাটিয়ে পুকুর ভরাটের অভিযোগ আগেই উঠেছিল স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ভূমি সংস্কার দপ্তর সর্বত্র অভিযোগ জানিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসন সেভাবে পদক্ষেপ না করায় গ্রামবাসীরা নিজেরাই এবার হাতে তুলে নিলেন ব্যাটন। নিজেরাই একত্রিত ভাবে ময়দানে নেমে ফিরিয়ে দিলেন পুকুর ভরাটের কাজে যুক্ত একটি আর্থ মুভারকে। পরে স্থানীয় ঢেকো গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। গ্রাম পঞ্চায়েতে পুলিশ ও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা হাজির হলে তাঁদের ঘিরেও চলে তুমুল বিক্ষোভ। ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি অভিযুক্ত অঞ্চল সভাপতিকে ইতিমধ্যেই পুকুর

ভরাট না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় রীতিমতো শাসক দলকে তোপ দেগেছে বিরোধীরা। বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের বক্সি হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে শ্যামবাঁধ নামের একটি পুকুর। বাম আমলে স্থানীয় ঢেকো গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সেই পুকুর সংস্কারের কাজও হয়। কিন্তু সম্প্রতি সেই পুকুরের মালিকানা দাবি করে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পুলক সিং পুকুরটি ভরাটের কাজ শুরু করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানান গ্রামবাসীরা। এর জেরে কিছুদিন পুকুর ভরাটের কাজ সাময়িক বন্ধ ছিল। কিন্তু মাস খানেক যেতে না যেতেই ফের আর্থ মুভার দিয়ে পুকুরটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। তবে এবার আর পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর ভরসা না রেখে গ্রামবাসীরা নিজেরাই ময়দানে নামেন। খবর পেয়ে পঞ্চায়েতে পুলিশ ও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা পুলক সিং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁদেরও তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি অভিযুক্ত তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি পুলক সিং এর। তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি তথা বাঁকুড়ার সাংসদের দাবি, পুকুরটি রেকর্ডে পুকুর বলে উল্লেখ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষের স্বার্থে ওই পুকুর ভরাট না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অঞ্চল সভাপতিকে। এদিকে হাতে গরম এমন ইস্যু পেয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

বর্ধমানের ব্যতিক্রমী দোল উৎসব, আজও বহাল তিন শতকের ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রাত পেরোলেই দোল ও হোলি। যখন সারা দেশ হোলির দিনই রঙের উৎসবে মেতে ওঠে, তখন বর্ধমান শহর ব্যতিক্রমী এক প্রথা মেনে চলে। এখানে রঙের উৎসব হয় দোলের পরের দিন। প্রায় ৩০০ বছর ধরে চলে আসা এই ঐতিহ্যের পেছনে রয়েছে এক বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ। একদিন দেরিতে দোল খেলার কারণ তিনশো বছর পিছনে যেতে হবে।

বর্ধমানের তৎকালীন রাজা মহতাবচাঁদের সময় থেকেই এই রীতি চলে আসছে। দোলযাত্রার দিনে রাজবাড়ির উপাস্য দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জিউকে প্রথমে আবির নিবেদন করা হত। এরপর রাজপরিবার নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার পালন করত, যা শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। তাই ওইদিন সাধারণ মানুষ রঙ খেলতেন না। পরের দিন রাজপরিবারের সদস্যরা দোল উৎসবে অংশ নিতেন, এবং সেই রীতিই ক্রমে শহরজুড়ে প্রচলিত হয়ে যায়।

শুধু ঐতিহ্য নয় সঙ্গে রয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিও। বর্ধমানের ইতিহাস গবেষকরা মনে করেন, ১৮০০ শতকের তিন-চার দশকের সময় থেকেই এই নিয়ম চালু হয়। রাজপরিবারের বিশ্বাস ছিল, দোলের দিনে দেবতাকে আবির নিবেদন করাই যথেষ্ট, তাই তাঁরা সেদিন রং খেলতেন না। দেবতার প্রতি এই শ্রদ্ধাশীল মনোভাব থেকেই রাজার নেতৃত্বে পরদিন রং খেলার প্রচলন শুরু হয়। তিনশো বছরের সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরা আজও বর্ধমানবাসীর কাছে অমলিন।

যদিও এখন রাজা নেই, তবুও বর্ধমানবাসীরা আজও সেই প্রথা মেনে চলে। তাই যখন সারা দেশ দোল উদযাপন করে, তখন বর্ধমানের মানুষ অপেক্ষা করেন পরের দিনের জন্য। শহরের বিভিন্ন জায়গায় তখন রঙের উৎসব হয়, চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই দীর্ঘদিনের প্রথা শুধু এক ঐতিহাসিক সংস্কারের নিদর্শন নয়, বরং এটি বর্ধমানের নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক পরিচয়।

আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতির নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলে

নিজের ভুল স্বীকার তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে গ্রামবাসীদের নিয়ে আন্দোলন করে বিপাকে পড়লেন তৃণমূল কর্মীরা। এবার বয়ান বদল করে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের ভুল স্বীকার করলেন বিক্ষোভকারী সুরজ কৃষ্ণ চ্যাটার্জি।

বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়দের কাজের দাবি তুলে পানাগড় শিল্প তালুকের কোটা গ্রাম সংলগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার বটলিং প্লান্টের সামনে বিক্ষোভ দেখায় কোটা গ্রামের বাসিন্দারা ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। এদিন বিক্ষোভের জেরে সংস্থার গেট চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ তোলে শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার টাকার বিনিময়ে বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। অথচ কোটা গ্রামের বেকার যুবকরা ও জমিদাতার পরিবারের ছেলেমেয়েরা কাজ পাচ্ছে না। সকাল থেকে এই অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে গ্রামবাসীরা। আন্দোলনে সামিল হয় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোণার দাবি করেন স্থানীয় কোটা গ্রামের বহু

বেকার যুবক সেখানে কর্মরত রয়েছে। যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে টাকার বিনিময়ে বাইরে থেকে লোক ঢোকানো হচ্ছে তা সবই মিথ্যা। যদিও পরে পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার এবং গ্রামের বাসিন্দারা বৈঠক করে কোটা গ্রামের আরও ১০ জন বেকার যুবককে সামনের মাসে কাজে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। এদিকে যে তৃণমূল নেতা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিল। সেই তৃণমূল নেতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের ভুল স্বীকার করেন।

জামালপুরে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটল, ব্লক প্রশাসনের হস্তক্ষেপে খুলল বন্ধ দরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর দুই পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাদের প্রকল্প স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সমস্যা অবশেষে মিটল। প্রায় দুই বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকা এই সংঘের কার্যকলাপ পুনরায় শুরু হওয়ায় এলাকার মহিলাদের মধ্যে খুশির আমেজ।

জানা গিয়েছে, সংঘের মহিলাদের মধ্যে মতভেদের জেরে ও সংঘের কিছু মানুষের ইন্ধনে সংঘের কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সংঘের কয়েক জন বিক্ষুব্ধ মহিলা সংঘের মূল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। যার জল গড়িয়ে ছিল বহু দূর। যার ফলে কার্যত বন্ধ হয়ে যায় সংঘের সকল কার্যকলাপ। এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং এলাকার মহিলারা সংঘের কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিলেন।

অবশেষে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সংঘের উভয় পক্ষই জামালপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং জামালপুর ব্লক সভাপতির দ্বারস্থ হন। উভয় পক্ষই লিখিত অভিযোগ জানায় এবং সমস্যার সমাধান চেয়ে সাহায্যের আবেদন করেন।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং ব্লক সভাপতির হস্তক্ষেপে এক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হয়। আলোচনার পর উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং সংঘের কাজকর্ম পুনরায় স্বাভাবিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংঘের এক সদস্যা রাজর্ষি দাস, বলেন, দীর্ঘ দুই বছর পরে পুনরায় আমাদের গোষ্ঠীর কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে শুরু হবে। আমরা সবাই খুবই খুশি। আশা করছি, এবার থেকে আমরা সংঘের কাজকর্ম সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারব।'

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং ব্লক সভাপতির কার্যকরী ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে সংঘের কাজ পুনরায় চালু হওয়ায় এলাকার মহিলারা নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন বলে আশা করছেন। এই ঘটনার পর এলাকার অন্যান্য সংঘগুলিও নিজেদের মধ্যে মতভেদ এড়িয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় স্তরে সংঘবদ্ধ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা অচিরেই মেটানো উচিত, যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বন্ধ না হয়।

হুগলির গঙ্গায় চাঁদনী ঘাটে প্রাণী বিজ্ঞানীরা দেখা পেলেন বুল হাঙরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পিঠের ওপরের পাখনাটা বেশ বড়। এটা বুল শার্ক। আকারে গ্রেট হোয়াইট শার্কের তুলনায় অনেক ছোট হলেও বুল শার্ক স্বভাবত ভাবেই আগ্রাসী।

ব্যান্ডেলের কাছে হুগলি নদীতে বহু বিশেষজ্ঞকে চমকে দিয়ে যে হাঙর ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের জালে, তারও পেট সাদা, তবে পিঠ ধূসর। এর আগে ভারতের ইনল্যান্ড ওয়াটার বা নদীপথের এতটা ভিতরে এই প্রজাতির হাঙরের সন্ধান মেলেনি। ব্যান্ডেলের কাছে ওই জায়গায় হুগলি নদী প্রায় ৪৫০ মিটার চওড়া। সকালের দিকে অন্তত এক ডজন মাছধরা নৌকো থেকে ১৬টা জাল পড়েছিল নদীতে। গত রবিবার, ৯ মার্চ সকালে সেই সময়ে যাত্রী নিয়ে নদী পারাপার করছিল ৮টা নৌকো। একই সময়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত বিজ্ঞানীদের নৌকোর জালে ধরা পড়ল সেই হাঙর।

শক্তপোক্ত গড়ন, নাকটা বাড়তে গিয়েও যেন পুরো বাড়তে পারেনি; মাঝপথে থমকে গিয়েছে। হুগলির চাঁদনী ঘাটে প্রাণী বিজ্ঞানীরা দেখা পেলেন বুল শার্কের। প্রাণী বজ্ঞানীরা

জানাচ্ছেন, পুরুষের তুলনায় বুল শার্কের স্ত্রী প্রজাতি আকারে কিছুটা বড় হয়। পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী হাঙরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ধরা পড়া হাঙরটি পুরুষ না স্ত্রী, সেটা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

যে জায়গায় ওই হাঙর ধরা পড়েছে, সেখানে গঙ্গার ঘাটে ভিড় লেগেই থাকে। স্নান করতে নামা কেউ যদি আবিষ্কার করতেন, তাঁর পাশেই সাঁতরে বেড়াচ্ছে হাঙর, তা হলে! প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, হাঙর থাকে সমুদ্রে। হুগলি নদীতে তবে হাঙর এল কী করে? মেরিন বায়োলজিস্টদের মতে, এই প্রজাতির হাঙর সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে শুরু করে নদীর মিষ্টি জল, সব রকম জলেই স্বচ্ছন্দ। স্বভাবে পরিযায়ী।

অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে তারা সমুদ্র থেকে নদী, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তা বলে হুগলি নদীর মোহনা থেকে ১৮০ কিলোমিটার ভিতরে! ধন্দ কিন্তু কাটছে না প্রাণী বিজ্ঞানীদের। ইতিমধ্যেই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে 'জার্নাল অফ ওয়াইল্ডলাইফ সায়েন্স',এ।

আইইউসিএন এর তালিকায় বুল শার্ককে 'অসুরক্ষিত' বা ভালনারেবল প্রজাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রজাতির হাঙরের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকার প্রধান কারণ, বেহিসেবি মাছ ধরা। মাছের সঙ্গে ধরা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হাঙরও। ফলে অন্য প্রজাতির সঙ্গে বুল শার্কের সংখ্যাও কমছে।

পাশাপাশি, জলজ প্রাণীদের আচরণ বদলে যেতে শুরু করেছে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রের দূষণে। এই নিয়ে ইউনেস্কোর পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ও পরিবেশবিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলছেন, 'পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী দূষণেই এমন সব অস্বাভাবিক কাণ্ড।'

আগুনে ভস্মীভূত হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া দুটি বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিধায়ক। পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি বাড়িয়ে দিলেন পরিবার দুটির জন্য সাহায্যের হাত। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর অঞ্চলের মাটিকাটা গ্রামে দুটি বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে বৃহস্পতিবার তাদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলেন বালুরঘাটের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ি। এ বিষয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ি বলেন, 'কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে এই দুটি আদিবাসী পরিবারের ভাই-বোনেরা দেখতে পায় আগুনে পুড়ে গিয়েছে তাদের বাড়ি। ধান সহ বাড়ির অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে

গিয়েছে। পরিবারের পাশে থাকার জন্য এখানে পরিদর্শনে এসেছিলাম। বিষয়টি নিয়ে মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছি। তিনিও পুরো বিষয়টি শুনেছেন এবং পরিবার দুটির পাশে থাকার জন্য সরকারি সাহায্য প্রদানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।'

বাইক চুরি চক্রের পান্ডা গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৩টি বাইক ও নগদ ৬৮ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাইক চুরি চক্রের এক পান্ডাকে গড়বেতা থেকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া ৩ টি বাইক উদ্ধার করল বাঁকুড়ার ছাতনা থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মোট ৬৮ হাজার টাকা সহ বাইক চুরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর ৪ নভেম্বর ছাতনা থানার মুর্গাবনি গ্রাম থেকে একটি বাইক চুরি হয়। সেই বাইক চুরির ঘটনায় তদন্তে নামে ছাতনা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে গত ৭ মার্চ গড়বেতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এই চক্রের মূল পান্ডা সুরজ আলি খানকে। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। এরপরই তাকে সঙ্গে নিয়ে গোপন ডেরায় হানা দিয়ে চুরি করা ৩টি বাইক, ৬৮ হাজার টাকা, একাধিক মাস্টার চাবি ও চুরি করা বাইকের বেশ কিছু নম্বর প্লেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে ফের বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

নতুন নির্মিত ভবনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: অঙ্গনওয়াড়ি ঘর তৈরির দাবিতে পথ অবরোধ থেকে শুরু করে বহু আন্দোলন হয়েছে। আর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জয় হল গ্রামের মানুষজনদের। গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নতুন করে তৈরি হয়ে তার শুভ উদ্বোধন করা হল। ঘটনাটি, কালনা ২ নম্বর ব্লকের বড় ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাগুড়ি গ্রামের। গ্রামের ২৭১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির পথচলা শুরু হয় একটি সমবায়ের পরিত্যক্ত গোডাউনে। কিন্তু ২০২১ সালে এই গোডাউনের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় গাছের তলায় চলতে শুরু করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি এলেই শিশু ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিপদজনক গোডাউনে গিয়েই আশ্রয় নিতে হত। এই কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য জমি দান ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও কালনা ২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে লিখিতভাবে জানিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কোনো কাজ হয়নি। অবশেষে ২০২৩ সালের ২৮ জানুয়ারি ময়নাগুড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে পথ অবরোধ করেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু, প্রসূতি মা এবং তাদের অভিভাবকরা। এই অবরোধে টনক নড়ে ব্লক প্রশাসনের। প্রয়াত কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জির উত্তরাধিকারীদের দান করা জমিতে ময়নাগুড়ির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই নতুন নির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা মিতালী মুখার্জী, ভৈরব ক্ষেত্রপাল, সুপার ভাইজার মোনালিসা দত্ত, প্রাক্তন সুপারভাইজার গীতিকা বাগচী, আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী তাপসী ক্ষেত্রপাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ -১, কলকাতা
নাগাল্যান্ড হাউস, ৮ম ফ্লোর, ১১ ও ১৩, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন- ০৩৩ ২২৮০ ৩০৯৮, ফ্যাক্স- ০৩৩ ২২৮১ ০৬২২, ই-মেইল: sbi.04151@sbi.co.in

রিডেম্পশন নোটিশ

লেটার নং: SAMB1/BR/553 তারিখ: ১৫.০২.২০২৫

প্রতি,

১. **মেসার্স বিহারীজি কোল্ড রোলার্স প্রাইভেট লিমিটেড,** ৮, লেক রেঞ্জ, ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় ফ্লোর, সংস্কার অ্যাপার্টমেন্টস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০২৬।
২. **শ্রী হর্ষ আগরওয়াল,** পিতা- প্রয়াত দুর্গা প্রসাদ আগরওয়াল, ৮, লেক রেঞ্জ, ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় ফ্লোর, সংস্কার অ্যাপার্টমেন্টস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০২৬।
৩. **শ্রীমতী সঙ্গীতা আগরওয়াল,** স্বামী- প্রয়াত দুর্গা প্রসাদ আগরওয়াল, ৮, লেক রেঞ্জ, ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় ফ্লোর, সংস্কার অ্যাপার্টমেন্টস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০২৬।
৪. **শ্রী অঙ্কুর আগরওয়াল,** পিতা- প্রয়াত দুর্গা প্রসাদ আগরওয়াল, ৮, লেক রেঞ্জ, ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় ফ্লোর, সংস্কার অ্যাপার্টমেন্টস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০২৬।

প্রিয় মহাশয়,

বিষয় : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: মেসার্স বিহারীজি কোল্ড রোলার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন **২২.০৬.২০১৫** তারিখের জারি করা বিজ্ঞপ্তি এবং শিরনামিত অ্যাকাউন্টে **২২.০৯.২০১৫** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি সহ পঠিত সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর বিধানের অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশন নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন উল্লিখিত বিধিগুলির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুযায়ী সিকিউরিটি এনটারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে:

ক্র. নং.	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মুল্য
১.	অফিস স্পেস নং ৪০২, চতুর্থ ফ্লোর, বাৎসল্য চেম্বার, প্রেমিসেস নং ৪এ, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি, (পূর্বতন ৪-এ, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট), থানা - হেয়ার স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৭৯, কেএমসি, কলকাতা-৭০০ ০০১।	৫৮,০০,০০০.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)

আমরা এতদ্বারা আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএএমবি ১ শাখা কলকাতা (০৪১৫১)

তারিখ: ১৪.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে ০২.০৪.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১৫,০৮,৬৩২.০০ টাকা** (পনের লক্ষ আট হাজার ছয়শো বত্রিশ টাকা মাত্র (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) **২১.০৯.২০২২ অনুযায়ী** সহ তদুপরি আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স কৃষ্ণ রেডিমেড সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)**, ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স কৃষ্ণ রেডিমেড সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩ **২. শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) মেসার্স কৃষ্ণ রেডিমেড সেন্টার -এর স্বত্বাধিকারী** ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩ **৩. শ্রীমতী বীথিকা ভৌমিক (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩ **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা**	জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ কমবেশি ০২ কাঠা, ০৪ ছটাক, ২১ বর্গফুট জমিতে নির্মিত ৬৬৫ বর্গফুট বিল্ডিং যা পশ্চিমবাড়িশা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১৯, আরএস দাগ নং ৪৩, খতিয়ান নং-১৫৫০/৩, দাগ নং-২০৬০ তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, পরগনা খাসপুর, প্রেমিসেস নং- ৫৪৪, ২ নং বাচার পাড়া, কলকাতা-৭০০০৬৩ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) বিক্রয় দলিল নং আই-৩০৯৮ তারিখ ১৪.০৯.১৯৯৫, বুক নং- আই, ভলিউম নং ৫৩, পৃষ্ঠা-১২ এবং বিক্রয় দলিল নং আই-২৩৫৭ তারিখ - ১৯.০৬.২০০১, বই নং- আই, ভলিউম নং ৫৪, পৃষ্ঠা-১৮৫ থেকে ১৯২, এডিএসআর বেহালায় **শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক** পিতা- প্রয়াত ধনঞ্জয় ভৌমিক **এর নামে নিবন্ধিত।** **সীমানা:** উত্তর- বিশ্বনাথ দেবনাথের জমি এবং ভবন (দাগ নং ২০৬০), দক্ষিণ- সত্য নায়েকের জমি এবং ভবন (দাগ নং ২০৬০ এর অংশ), পূর্ব- বিজয় মন্ডলের জমি (দাগ নং ২০১৮), পশ্চিম- ১২' -০" কেএমসি রোড দ্বারা।	**১৫,০৮,৬৩২.০০ টাকা** (পনের লক্ষ আট হাজার ছয়শো বত্রিশ টাকা মাত্র (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) **২১.০৯.২০২২ অনুযায়ী** সহ তদুপরি আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।	**ক) ১৯,১৪,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লক্ষ চোদ্দো হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৯১,৪০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ একানব্বই হাজার চারশত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50237417944** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১৪.০৩.২০২৫ থেকে ০১.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০২.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৩.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

টুকলি করতে না দেওয়ায় স্কুলে তাণ্ডব চালাল পরীক্ষার্থীরা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস এবং অঙ্ক পরীক্ষার দিন হবিবপুরের একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল একাংশ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যামন্দিরে। টুকলি করতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে এদিন পরীক্ষা শুরু কিছুক্ষণ আগেই একাংশ পরীক্ষার্থীরা তাণ্ডব চালিয়ে ক্লাস রুমের বেশ কয়েকটি সিলিং ফ্যান ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। উল্টে ফেলা হয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের কয়েকটি টেবিল এবং বেঞ্চ। পরে ঘটনার খবর পেয়ে

সংশ্লিষ্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যামন্দিরে সংশ্লিষ্ট ব্লকের আইহো হাইস্কুল, তিলাসন হাইস্কুল এবং মানিকোড়া হাইস্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল। এদিন ছিল ইতিহাস এবং অঙ্ক পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগেই নকল করতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে একাংশ পরীক্ষার্থীরা ওই স্কুলের কয়েকটি ক্লাস ঘরের সিলিং ফ্যান ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। পুরো বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যামন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পান্ডে জানিয়েছেন, টুকলি করতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে একাংশ পরীক্ষার্থীরা এদিন ক্লাস ঘরের কয়েকটি সিলিং ফ্যান ভাঙচুর করেছে। অন্যায় ভাবে পরীক্ষার্থীদের কয়েকজন এদিন তাণ্ডব চালায়। সংশ্লিষ্ট একটি স্কুলের কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি জেলা শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।

এদিকে যে স্কুলের একাংশ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এমন তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছে, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মিশ্র অবশ্য জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা এরকম কোনও ঘটনা ঘটায়নি বলে জানিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের যুগ্ম কনভেনার অমল ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি শুনেছি। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

খাবারে কেমিক্যাল মেশানো রং ব্যবহার ও নিম্নমানের হওয়ার অভিযোগ

অভিযুক্ত দোকানদারকে কান ধরে ওঠবস খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ আধিকারিকের

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: রাজ্যজুড়ে খাবার দোকানগুলিতে তল্লাশি চালাচ্ছেন খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা। বিভিন্ন দিন অভিযোগ আসছিল এবার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হল। খাবারে রং মেশানো এবং খারাপ খাবার পরিবেশনের অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে কান ধরে ওঠবস করিয়ে উচিত শিক্ষা দিলেন বীরভূম জেলা ফুড সেফটি ইনস্পেক্টিং অফিসার ড. প্রসেনজিৎ বটব্যাল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আহমদপুরের বিভিন্ন খাবারের দোকান-হোটেলে খাদ্য কেমিক্যালযুক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে অভিযোগ পেয়ে খতিয়ে দেখতে যান ফুড সেফটি অফিসার।

দোকানে মিষ্টি বা খাবার যেখানে তৈরি করা হয় সেই রান্না ঘরের পরিবেশ দেখে আশ্চর্য হন খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সরকারি আধিকারিকেরা। তারা দেখেন নিয়ম মানা হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই। অনুনয় বিনয় এবং ভালো করে বুঝিয়ে যখন কয়েকটি দোকানের মালিককে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না তখন ফুড সেফটি ইন্সপেক্টিং অফিসার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী

শাস্তির বিধানের কথা বলেন। একটি হোটেলে এবং মিষ্টির দোকানের মালিককে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি আধিকারিকের কথা না মেনে তর্ক করতে থাকায় আধিকারিক দোকানদারকে বলেন, 'খাবারে যা রং মেশান, এখুনি তা বের করুন'। তার পরেও হোটেলের খাবারে রং মেশানোর কথা অস্বীকার করায় দোকানে থাকা ভেজাল এবং বাসি খাবার ফেলে দেওয়া হয়। ক্রেতাদের 'অখাদ্য' খাবার পরিবেশনের জন্য এবং ক্যামিকেল যুক্ত রং খাবারে মেশানোর অভিযোগে দোকানদারকে কান ধরে ওঠবস করান বলে পাল্টা অভিযোগ সরকারি অফিসারের বিরুদ্ধে। বীরভূম জেলার আহমেদপুরে এই ঘটনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে।

বেশ কয়েকদিন ধরে অভিযোগ পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার তদন্তে নেমে সরকারি আধিকারিকরা লক্ষ্য করেন, বেশ কিছু দোকানে কেমিক্যালযুক্ত খারাপ মানের রং ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি বিরিয়ানির দোকানে সংরক্ষণ করে রাখা বাসি মাংস ফেলে দেন তাঁরা। পাশাপাশি একটি মিষ্টির দোকানের বাসি মিষ্টি, সিঙ্গারা ডাস্টবিনে ফেলে দেন তাঁরা।

অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা জানান, খাবারে কেমিক্যালযুক্ত রং ব্যবহার করে আমরা ভুল করেছিলাম। তাই তাঁদের কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছে। জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক প্রসেনজিৎ বটব্যাল বলেন, 'উপযুক্ত লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করে, খাদ্য সুরক্ষা লাটে তুলে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। যথেচ্ছভাবে খাবার জন্য অনুপযোগী কেমিক্যালযুক্ত রঙের ব্যবহার করা হচ্ছে। বারণ করার পরেও যখন দু'জন খাদ্য ব্যবসায়ী বেঁকে বসেন এবং জানান, খাবারে এই রঙের ব্যবহার করতেই হবে, গ্রাহককে তাঁরা ফেরাতে পারবেন না। তখন ঘটনাস্থলেই তাঁদের শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

চার বছর ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে

প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মিলছে না সুরাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চারবছর ধরে এক মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে অন্যের অ্যাকাউন্টে। চন্দ্রকোনার এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়েছে এলাকায়। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মিলছে না সুরাহা এমনই দাবি চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকের বেড়াবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা অভিযোগকারিনী শাবানা খাতুনের।

ব্লক প্রশাসন এনিয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মণ্ডল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প তৃণমূল সরকারের তুরুপের তাস বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। রাজ্যের একটা বড় অংশ মহিলা ভোটার। আর সেই মহিলা ভোটের সিংহভাগই শাসকদলের ভোটব্যাংক। এই প্রকল্প আর রাজ্য সীমাবদ্ধ নেই ভিন রাজ্যেও ভোটে মহিলা ভোট টানতে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে অনুসরণ করা হয় এমনই দাবি করে এ রাজ্যের শাসকদল। আর এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা বা অভিযোগও সামনে এসেছে। এবার এক মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অন্য এক মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে এমনই

অভিযোগ সামনে এসেছে। চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের বেড়াবেড়িয়া গ্রামের সাবানা খাতুন ও তার স্বামী শেখ আখতার আলির অভিযোগ, ২০২১ সালে প্রথম দুয়ারে সরকার শিবিরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আবেদন পত্র জমা দেওয়া হয়। তারপর থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের কোনো টাকা ঢোকেনি। তারপরও দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে দফায় দফায় পুনরায় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। দম্পত্তির অভিযোগ, মাসখানেক আগে তারা খোঁজ নিতে শুরু করেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কেন ঢুকছে না। আর এই খোঁজ নিতে গিয়েই ব্লকের বিডিও অফিসে গিয়ে জানতে পারেন ২০২১ সালেই আবেদন করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আর সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা প্রতিমাসে অন্য এক মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। ঘটনা জানতে পেরে বিডিওকে এই সমস্যা সমাধানের লিখিত আবেদন জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে দাবি সাবানা খাতুন ও তার স্বামী শেখ আখতার আলির। তারা চাইছেন অন্য মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা বন্ধ করে যাতে প্রকল্পের টাকা সাবানা খাতুন পায় তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। জানা গেছে, চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকেরই মানিক কুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের কাসন্ড গ্রামের একই নামের সাবানা খাতুন নামে এক বাসিন্দার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে বেড়াবেড়িয়া গ্রামের সাবানা খাতুনের টাকা। তৎকালীন সময়ে কর্মীদের টেকনিক্যাল ভুলের কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এমনটাই ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে এবিষয়ে বিডিও কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে তিনি কিছু বলতে চাননি। চন্দ্রকোনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মণ্ডল জানান, এবিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। অভিযোগ এলে আমি ওনাদের ডেকে পাঠাব।

বাস-ডাম্পার মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: মোটরসাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা ডাম্পারের। ঘটনাটি ঘটেছে সিউড়ির ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর তিলপাড়া ব্যারেজে। সরকারি বাসের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হন বাসের প্রায় ১৮ জন যাত্রী। আহত হন বাইক আরোহী সহ ডাম্পারের চালকও। এই ঘটনার পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। ঘটনাস্থলে সিউড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে যানজট মুক্ত করে। স্থানীয় মানুষজন এবং পুলিশ আহতদের সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠায়। সূত্রের খবর, রামপুরহাট থেকে যাত্রীবাহী বাসটি সিউড়ি আসছিল সামনে মোটরসাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে ব্রেক ফেল হয় এবং বাসটি সোজা ধাক্কা মারে উল্টো দিক থেকে আসা ডাম্পারটিকে।

দোল উৎসবে বিশেষ নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রমজান মাস চলছে, চলছে রোজা। তারমধ্যেই দোল উৎসব। তাই সতর্ক প্রশাসন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বসিরহাট মহকুমা জুড়ে স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে সিসিটিভি বসানোর কাজ চলছে। পাশাপাশি ড্রোন দিয়ে নজরদারি চলবে বলেও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট এক নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এবার বাড়তি নজরদারি শুরু করল। বসিরহাটে কয়দিন আগে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। এবার বাড়তি নজরদারি শুরু করল উৎসবমুখর দিনগুলোতে। আজ শুক্রবার হোলি, রমজান মাসে জুম্মার নামাজ হয়। তাই সতর্ক প্রশাসন, মহকুমার দশটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন স্পর্শকতার জায়গা বিশেষ করে মন্দির মসজিদ গির্জা সহ একাধিক ধর্মীয় স্থানগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে। তার জন্য প্রস্তুতি নিল বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব ভবনে। সভাপতি উত্তম সর্দার সহ-সভাপতি চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডল, বসিরহাট এক ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ শারিফুল মণ্ডল, কর্মদক্ষ শফিকুলা দফাদার, প্রধান উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মিলে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যেসব জায়গা স্পর্শকাতরও রয়েছে সেগুলো বাড়তি প্রশাসন সিসিটিভির পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে চালাতে হবে কেন কেউ যেন অশান্তি গন্ডগোল করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটায়।

রং খেলায় মেতেছে মায়াপুর ইসকনের বিদেশিনীরা। *ছবি: নিলয় ভট্টাচার্য্য*

রঙিন হল রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বসন্ত উৎসব উদযাপন উপলক্ষে বিধাননগর নবতরুণ সংঘের উদ্যোগে এবং পরিবেশ রক্ষার্থী সংস্থা আসার ও দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবস কোঅর্ডিনেশন সোসাইটি'র সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা থেকে বিধাননগর ২৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে নেতাজি ময়দানের সম্মুখে বিক্রমাদিত্য সরণীতে ২য় বর্ষ 'প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা কর' শীর্ষক রোড আর্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি দলে বিভক্ত হয়ে বিধাননগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৫৪ জন তরুণ তরুণী অংশগ্রহণ করেছে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী কবি ঘোষ, দুর্গাপুর নারায়ণা স্কুলের অধ্যক্ষ মল্লিকা সেন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

শোভাযাত্রার মাধ্যমে বসন্ত উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ার বার্তা নিয়ে ও একগুচ্ছ সচেতনতার বার্তার প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে বৃহস্পতিবার কাঁকসার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। প্লাস্টিক বর্জন, তামাক সেবন বন্ধ, সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ, পরিবেশ পরিষ্কার রাখার দাবি সহ নারীদের সম্মানের দাবি সহ এদিন একাধিক বিষয়ে প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে শোভাযাত্রার মাধ্যমে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। এছাড়াও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপশি একে অপরকে রঙিন আবির মাখিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান পড়ুয়ারা।

অন্যদিকে কাঁকসা হাটতলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এদিন রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের তালে এই শোভাযাত্রায় সামিল হয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। এছাড়াও এদিন বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই শোভাযাত্রায় যোগ দেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন এই শোভাযাত্রা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে কাঁকসা হাটতলা, রথতলা মনসাতলা ঘুরে বিদ্যালয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়।

তিথি ভোজন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মিড ডে মিল দপ্তরের উদ্যোগে 'তিথি ভোজন' নামক এক অভিনব কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচিটি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকের রায়না ৩ চক্রের লোহাই সিদ্ধেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও এই কর্মসূচির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। লোহাইয়ের বাসিন্দা কাশীনাথ কুণ্ডু তাঁর একমাত্র পুত্র আদর্শের কন্যা অত্রিকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বিশেষ দিনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল এক রাজকীয় ভোজের আয়োজন। মেনুতে ছিল সুস্বাদু ফ্রাইড রাইস, সুগন্ধী চিকেন কারি, মিষ্টি দই, মুখরোচক মিষ্টি, চাটনি এবং মুচমুচে পাঁপড়। কন্যা সন্তানের জন্ম যে কুণ্ডু পরিবারে কতটা আনন্দের, তা তাঁদের এই উদ্যোগ থেকেই স্পষ্ট। মেয়েও হবে কন্যা রত্ন, দিলে শিক্ষা নিলে যত্ন- এই প্রবাদ বাক্যটি যেন তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ ভট্টাচার্য এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও, রায়না ২ ব্লক মিড ডে মিল দপ্তরের ডিইও চন্দন সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গায়ত্রী কুণ্ডু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইসিএলের কাজোরা এরিয়ার সিএসআর প্রকল্পে দুটি জলের ট্যাঙ্কার উপহার পেল অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দুটি জলের ট্যাঙ্কার উপহার পেল অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতি। সিএসআর প্রকল্পে ইসিএলের কাজোরা এরিয়ার পক্ষ থেকে ট্যাঙ্কার দুটি উপহার দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার অন্ডাল বিডিও অফিসে নতুন ট্যাঙ্কার গাড়ি দুটির চাবি বিডিওর হাতে তুলে দেন কাজোরা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার প্রশান্ত কুমার। তিনি বলেন, কাজোরার বেশ কিছু এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে ট্যাঙ্কারে করে জল পাঠিয়ে থাকি আমরা। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ট্যাঙ্কার দুটি দেওয়া হল বলে জানান তিনি। অন্ডালের বিডিও দেবাঞ্জন দত্ত বলেন, এদিনই ট্যাঙ্কার দুটি কাজোরা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কাজোরা এলাকায় জল সরবরাহের জন্য তারা এগুলি ব্যবহার করবে। কাজোরা পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা শর্মা বলেন, গ্রীষ্মের সময় জল পৌঁছনোর জন্য ট্যাঙ্কার ভাড়া করতে হয়, ট্যাঙ্কার দুটি পাওয়াই এবার তা করতে হবে না, এতে পঞ্চায়েতের আর্থিক সাশ্রয়েও হবে বলে জানান তিনি।

তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবারও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টা। ঘটনায় আহত এক তৃণমূল সমর্থক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ইটিন্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিতর দাসপাড়া এলাকায়। বুধবার রাতে একটি কালীপুজোর অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই এলাকায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছোট্টু দাস ও ইটিন্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য জয়প্রকাশ দাসকে মারধর করতে থাকে। এরপর সুব্রত দাস নামে এক বিজেপি কর্মী তার পকেট থেকে আচমকা ছুরি বের করে প্রথমে ছোট্টু দাসকে মারতে গেলে, ছোট্টু দাস পালিয়ে যায়। এরপর জয়প্রকাশ দাসের পেটে ছুরি মারে দুষ্কৃতীরা। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় বসিরহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছোট্ট দাস। পুরো বিষয়টা তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রং-আবিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিক্রি হচ্ছে মোদির মুখোশ ও সিনেমায় ব্যবহৃত অস্ত্রের পিচকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দোল পূর্ণিমা ও হোলি উপলক্ষে ইতিমধ্যেই কেনা বেচা শুরু হয়েছে রং -আবির ও পিচকারী। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রং - আবিরের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের মুখোশের প্রচলন হয়েছে। কাল্পনিক বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণে এই মুখোশ বাজারে আসে। এই বছর এইসব মুখোশের সঙ্গে চাহিদা বেড়েছে মোদি মুখোশের। শুধু মোদি মুখোশ নয়, তার সঙ্গে বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে সদ্য বক্স অফিস হিট করা হিন্দি সিনেমায় বড় চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতাদের সিনেমায় ব্যবহৃত অস্ত্রের আদলে তৈরি পিচকারী।

রঙ বিক্রেতাদের প্রায় প্রত্যেকটি দোকানে মোদি মুখোশের সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে কুড়ুল - কোদাল - হাতুড়ি আদলের পিচকারী। শুধু তাই নয়, দোকানে রঙের পশরাতে বিনোদন জগত ছাড়াও লেগেছে রাজনৈতিক ছোঁয়া। মোদি মুখোশের সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে অমিত শাহ - নাড্ডার ছবির স্টিকার লাগানো পিচকারী। রং বিক্রেতা অজিত স্বর্ণকার বলেন, বিগত কয়েক বছরের মতো এই বছরেও সবুজ ও গেরুয়া আবিরের চাহিদা সবথেকে বেশি এবং সিনেমায় ব্যবহৃত অস্ত্রের আদলে তৈরি পিচকারিও বেশ বিক্রি হচ্ছে।

আসানসোল বাজারে মোদি মুখোশ ১২০ থেকে ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পিচকারী আয়তন অনুযায়ী ১০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। শুধু আসানসোল বাজারেই নয়, শিল্পাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি হোলির রং বিক্রেতার কাছে এই সমস্ত পিচকারী ও মোদি মুখোশ বিক্রি হচ্ছে।

বসন্ত উৎসবে সামিল আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আজ বসন্ত উৎসব। দক্ষিণা বাতাসে মুখরিত ধরিত্রী। প্রকৃতি যখন তার দক্ষিণ-দুয়ার খুলে দেয় আর বইতে শুরু করে হাল্কা ঠান্ডার সঙ্গে গরমের হাওয়া। কোকিলের কণ্ঠে শোনা যায় গানের সুর। রঙের উচ্ছ্বাস জাগে অশোক-পলাশ-শিমূলে। বেরিয়ে আসে শীতের খোলসে ঢুকে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নাগলিঙ্গম। আর ফুলে ফুলে ভ্রমর ও মৌমাছির দল খেলা করে। এই সময়ই মানুষের মনে অনুভূতি জাগে ঋতুরাজ বসন্তের। মনে মনে বলে ওঠে বসন্ত

এসে গেছে। আর তখনই দোলযাত্রার জানান দেয়। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে আনন্দ মুখরিত পরিবেশে পালিত হবে বসন্ত উৎসব। মহকুমার ছয়টি ব্লকেই বিভিন্ন জায়গায় দোল উৎসবের আয়োজন হয়েছে। নাচ, গান ও রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে আলোচনা চলবে। এই বিষয়ে আরামবাগের স্থানীয় এক যুবক রমেন দাস বলেন, গাছে গাছে জাগে নতুন পাতা, নতুন ফুলের সমারোহ। সবাই যেন মত্ত শীতের শুষ্কতাকে প্রাণপনে আড়াল করার চেষ্টায়। অবশ্য ফুল যদি না-ও ফোটে, বসন্তের আগমনধ্বনিকে কোনোভাবেই চাপা দেওয়া যায় না। কারণ কবি যে বলেই দিয়েছেন, 'ফুল ফুটুক আর না-ই ফুটুক আজ বসন্ত। আর এই বসন্ত উৎসবকে স্বাগত জানানো হবে। রাজনীতির রংবাজি ছেড়ে আরামবাগবাসী ঐক্যবদ্ধ ভাবে দোল উৎসবে মেতে উঠবেন। এই প্রসঙ্গে লাবণ্য ঘোষ নামে এক যুবতী জানায়, আরামবাগে আগেও বসন্ত উৎসব হয়েছে। এই বছরও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোল উৎসব তথা বসন্ত উৎসব পালন করা হবে। ভালো লাগছে সকলে মিলে বসন্ত উৎসব ও দোল যাত্রা পালন করব।

প্রাইস ট্যাগ নিয়ে মুখ খুললেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কয়েক মরসুমে ধরেই কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলছেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। এ বার অবশ্য তাঁকে রিটেন করা হয়নি। কেকেআর যে ছয় প্লেয়ারকে রিটেন করেছিল তাঁরা হলেন-রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিন, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী। রিটেন না করলেও মেগা অকশন থেকে বৈভব অরোরা, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ফিরিয়েছে কেকেআর। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছিল ভেঙ্কটেশকে নিয়ে। তাঁকে নিতে নিলামের টেবিলে ঝড় তুলেছিল কেকেআর। শেষ অবধি প্রায় ২৪ কোটিতে তাঁকে নেয় নাইট রাইডার্স। যা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই।

ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে কেন এত টাকা দিয়ে নেওয়া হল, কেন শ্রেয়স আইয়ারের জন্য ঝাঁপাল না কেকেআর, সমর্থকরা এমন প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভেঙ্কিকে এত টাকায় নেওয়ার পর মনে করা হয়েছিল তাঁকেই ক্যাপ্টেন করা হবে। অকশনের দ্বিতীয় দিন হঠাৎই অজিঙ্ক রাহানেকে নেওয়া হয়। রাহানেকে ক্যাপ্টেন এবং ভেঙ্কটেশকে ভাইস ক্যাপ্টেন করা হয়েছে। কেকেআরের সবচেয়ে দামি প্লেয়ার, এই প্রাইস ট্যাগ কতটা চাপে ফেলবে? তা নিয়ে মুখ খুললেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

ইডেন গার্ডেন্সে সাংবাদিক সম্মেলনে ভেঙ্কটেশ বলেন, 'বিষয়টা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। তবে আইপিএল শুরু হলে এটা মাথায় থাকবে না। তখন টিমের দিকটাই আসল। ভালো খেলার উপরও প্রত্যাশা থাকবে।

বোর্ডের নির্বাসনের কোপে পড়লেন দিল্লি ক্যাপিটালসের বিদেশি তারকা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আশঙ্কা ছিলই। তাই ঘটল শেষ পর্যন্ত। নতুন নিয়মের কোপে পড়লেন দিল্লি ক্যাপিটালসের বিদেশি ক্রিকেটার। আইপিএলে ২ বছর আর অংশ নিতে পারবেন না হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে। কোনও ক্রিকেটারের চোট আঘাত সংক্রান্ত ব্যাপার থাকলে কড়া পদক্ষেপ করতে কখনওই দেখা যায়নি। কিন্তু ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটার জাতীয় টিমের কারণে আইপিএল থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তাতে দিল্লি ক্যাপিটালস বেশ চাপে পড়েছে। এই কারণেই বিসিসিআই বড় সিদ্ধান্ত নিল।

মেগা নিলামে দিল্লি প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকায় কিনেছিল হ্যারিকে। তার আগের বছর দিল্লিতেই খেলেছিলেন ৪ কোটি টাকায়। কিন্তু ঠাকুমার মৃত্যুর কারণে খেলতে পারেননি আইপিএল। সেই হ্যারির হঠাৎ করে আইপিএল থেকে নাম তুলে নেওয়া ভালো ভাবে নেয়নি দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরা। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিল।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভারতীয় মুদ্রার চিহ্ন বদল তামিলনাড়ু সরকারের

চেন্নাই, ১৩ মার্চ: 'ভাষাযুদ্ধে'র আবহে বিরাট পদক্ষেপ তামিলনাড়ুর। ভারতীয় মুদ্রার চিহ্ন বদলে দিল এমকে স্ট্যালিনের সরকার। উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকারের 'হিন্দি আগ্রাসন' নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই যুদ্ধং দেহি মেজাজে তামিলনাড়ু। এবার হিন্দি হরফের ধাঁচে তৈরি করা টাকার চিহ্নই বদলে ফেলল তারা।

আগামী শুক্রবার সকালে তামিলনাড়ু বিধানসভায় পেশ হবে চলতি অর্থবর্ষের বাজেট। তার আগেই দেখা গেল, বাজেটের নথিতে বদলে ফেলা হয়েছে টাকার চিহ্ন। তামিল অক্ষরের 'রু'-এর আদলে নতুন করে টাকার চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে। সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে তামিলনাড়ু বাজেটের সমস্ত নথিপত্রে। তার ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন স্ট্যালিন নিজেই। এবারের বাজেটের ভিত্তি হল, 'সকলের জন্য সবকিছু।'

কিন্তু বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের মুখপাত্র নারায়ণ তিরুপতির কথায়, টাকার জাতীয় চিহ্ন এইভাবে বদলে ফেলা যায় না। এমন পদক্ষেপ করার অর্থ তামিলনাড়ুকে ভারতের থেকে পৃথক হিসাবে তুলে ধরা। গোটা দেশেই টাকার চিহ্ন হিসাবে নির্দিষ্ট একটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তামিলনাড়ুর এক সরকারি আধিকারিকের কথায়, দেবনাগরীর বদলে এবার তামিল হরফকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ডিএমকে মুখপাত্র সাভরানন আন্নাদুরাইয়েরও দাবি, 'আমরা এবার তামিলকে গুরুত্ব দিচ্ছি'। যদিও টাকার চিহ্ন বদল নিয়ে কিছু বলেননি তিনি।

এই প্রথমবার কোনও রাজ্যের তরফে জাতীয় চিহ্ন প্রত্যাখ্যান করা হল। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই 'ভাষাযুদ্ধে'র আবহ তামিলনাড়ুতে। 'দেশের বহু আঞ্চলিক ভাষাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে হিন্দি', দিনকয়েক আগে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন। ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছিলেন, হিন্দি আগ্রাসন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে নেওয়ার জন্য তামিলনাড়ু সরকারকে কার্যত হুমকি দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এবার হিন্দি আগ্রাসন রুখতে জাতীয় চিহ্নই বদলে দিলেন স্ট্যালিন।

একই পরিবারের চার সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু

চেন্নাই, ১৩ মার্চ: একই পরিবারের চার সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু চেন্নাইয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে চারজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, চার জনই আত্মহত্যা করেছেন। তাঁদের মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

চেন্নাইয়ের অন্না নগরের বাসিন্দা বালামুরগান পেশায় চিকিৎসক। তাঁর স্ত্রী সুমথি আইনজীবী। তাঁদের এক পুত্র যশবন্ত কুমার নিট পরীক্ষার্থী এবং অপর জন লিঙ্গেশ একাদশ শ্রেণির ছাত্র। চার জনকেই একই বাড়িতে আলাদা আলাদা ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ওই চিকিৎসকের গাড়ির চালক প্রতি দিনের মতো মৃতের বাড়ি যান। কিন্তু বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বার বার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। তখনই সন্দেহ হয় ওই চালকের। তিনি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, আর্থিক সঙ্কটের কারণে চারজনই আত্মহত্যা করেছেন। ওই চিকিৎসকের মাথায় ঋণের বোঝা ছিল বলে দাবি। সেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। যদিও ঘরের মধ্যেও কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। পুলিশ মনে করছে, ঋণদাতাদের চাপের মুখে পড়ে সপরিবার ওই চিকিৎসক আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

দুই কৃত্রিম উপগ্রহের 'আনডকিং' সফল

ইসরোর মুকুটে নতুন পালক

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ: ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। বুধবার ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, স্পেসডেক্স মিশনের জন্য দুই কৃত্রিম উপগ্রহের 'আনডকিং' সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে তারা। অত্যন্ত কঠিন এই পরীক্ষায় ইসরোর সাফল্য অর্জনকে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে ভবিষ্যতে মহাকাশযানগুলি আপনাআপনি নিজেকে 'ডক' করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে আর মহাকাশযানগুলিকে পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না, যা অদূর ভবিষ্যতে চন্দ্রযান-৪ এর মতো অভিযানগুলির ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে বলেই বিশ্বাস বিজ্ঞানীদের।

বুধবার ইসরো বিবৃতি দিয়ে জানায়, স্পেডেক্সের 'আনডকিং' সফল হয়েছে। মিশনের সাফল্যের পর তার ধারাবাহিক বিবরণও সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা। জানানো হয়েছে, গোটা প্রক্রিয়ায় প্রথমে কৃত্রিম উপগ্রহ 'এসডিএক্স-২'কে বর্ধিত করা হয়েছিল। তার পর পরিকল্পনামাফিক 'ক্যাপচার লিভার-৩' খুলে দেওয়া হয়। 'এসডিএক্স-২'র ক্যাপচার লিভারটিও বিচ্ছিন্ন করা হয়। শেষমেশ, হাত ছেড়ে পৃথক হয়ে যায়'এসডিএক্স-১' এবং 'এসডিএক্স-২'! গত ১৬ জানুয়ারি স্পেডেক্স মিশনের অধীনে দুই কৃত্রিম উপগ্রহ 'এসডিএক্স' ১ ও ২ মহাকাশে পরস্পরের হাত ধরিয়েছিল ইসরো। সেই হাতই ছাড়ল দু'মাস পর। সফল হয়েছিল 'স্পেস ডকিং' প্রক্রিয়া। চিন, রাশিয়া এবং আমেরিকার পর বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে স্পেস ডকিংয়ে সাফল্য পেয়েছিল ভারত। সেই সাফল্যের পর ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। ইসরোর সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এটিকে ভারতের ভবিষ্যৎ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেও অভিহিত করেছেন তিনি। জিতেন্দ্র বলেন, 'স্পেডেক্স-এর সফল আনডকিং ভারতের আসন্ন মহাকাশ অভিযানগুলির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি, চন্দ্রযান-৪ এবং গগনযানের মতো অভিযানও পড়ে।' ইসরোর কথায়, দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহ; এসডিএক্স ১ (চেজার) এবং ২ (টার্গেট) একই গতিবেগে একই দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার পর মহাকাশে (প্রায় ৪৭০ কিলোমিটার উচ্চতায়) একই বিন্দুতে একসঙ্গে পৌঁছে একত্রিত হয়েছিল।

পার্কিং ঝামেলায় মারে মৃত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী

মোহালি, ১৩ মার্চ: পার্কিং নিয়ে তুচ্ছ ঝামেলার জেরে মারধরে প্রাণ গেল প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর। পঞ্জাবের মোহালির ঘটনায় হতবাক গোটা দেশ। সিসিটিভি ফুটেজে মারধরের ভিডিও ধরাও পড়েছে।

ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা ৩৯ বছরের মৃত বিজ্ঞানী ড. অভিষেক স্বর্ণকার মোহালির সেক্টর ৬৭-এতে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। দীর্ঘদিন সুইৎজারল্যান্ডে ছিলেন। কয়েক মাস আগেই দেশে ফিরে মোহালির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন রিসার্চ বা আইআইএসইআরে কাজে যোগ দেন। ভাড়াবাড়িতেই পার্কিং নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসায় জড়ান তিনি।

মঙ্গলবার রাতে মন্টি নামের এক প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে গাড়ি রাখা নিয়ে বচসায় জড়ান অভিষেক। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়ি রাখা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা হয়েছিল। তর্কাতর্কির মাঝেই অভিষেককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন মন্টি। তারপর শুরু হয় মারধর। মন্টি এবং কয়েকজন যুবক তাঁকে মারধর করেন। ঘুষি চালানো হয়। সেই মারধরের জেরেই আহত হন তরুণ বিজ্ঞানী।

লিফটের ভিতর মাথা থেঁতলে মৃত্যু শিশুর

হায়দরাবাদ, ১৩ মার্চ: লিফটের ভিতর মাথা থেঁতলে মৃত্যু হল চার বছরের শিশুর। হায়দরাবাদের আসিফনগর থানা এলাকার সন্তোষনগর কলোনির ঘটনা। মৃত শিশুর নাম নরেন্দ্র (৪)। কুতুব শাহি মসজিদের কাছে মুস্তাফা ভবনে থাকতে সে। তার বাবা ওই বহুতলের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করেন। বুধবার রাতে বহুতলের লিফটে খেলতে গিয়ে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ১০টা নাগাদ লিফটের মধ্যে ঢুকে খেলা করছিল শিশুটি। সেই সময়ে ওপর থেকে কেউ লিফটের বোতাম চাপেন। লিফট ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। শিশুটি বেরনোর সুযোগ পায়নি। সে লিফটের দরজায় আটকে পড়েছিল। লিফট উঠে গেলে দেওয়ালে মাথা থেঁতলে যায় তার। রক্তে ভেসে যায় লিফটের মেঝে।

শিশুটিকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানান, আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাধারণত লিফটের দরজা খোলা থাকলে সেটি ওঠানামা করে না। বরং লিফট থেকে সতর্কতামূলক শব্দ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল, শিশুটি কী ভাবে লিফটের দরজায় আটকে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বহুতলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সেখানকার বাসিন্দা এবং শিশুর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে রাশিয়ায় দূত পাঠাবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ: যুদ্ধবিরতির পথে বাধা হলে আর্থিক দিক দিয়ে ফল ভুগতে হবে। নেমে আসবে বিপর্যয়। এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মস্কোর সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে যেতে রাজি রয়েছেন ইউক্রেন। এখন সব কিছুই নির্ভর করছে রাশিয়ার উপর। তাই পুতিনকে রাজি করাতে তড়িঘড়ি মস্কোয় দূত পাঠাচ্ছে আমেরিকা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, বুধবার আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিনের সঙ্গে ওভাল অফিসে বৈঠকে বসেন ট্রাম্প। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আমাদের প্রতিনিধিরা এখনই রাশিয়া যাচ্ছে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কথা বলার জন্য। আমরা আশা করছি, মস্কো এই প্রস্তাবে রাজি হবে। আমরা যদি রাশিয়াকে শান্তির পথে ফেরাতে পারি তাহলে এই ভয়াবহ রক্তপাত ৮০ শতাংশ বন্ধ করতে পারব।

এরপরই রুশ প্রেসিডেন্টকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, এখন সব কিছুই রাশিয়ার উপর নির্ভর করছে। ওরা যদি যুদ্ধবিরতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ইউক্রেনে সেনা অভিযান জারি রাখে তাহলে এর ফল ভুগতে হবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা ওদের জন্য ভালো হবে না। রাশিয়ার উপর বিপর্যয় নামবে। তবে আমি সেটা চাই না। কারণ আমি শান্তির পক্ষে। আমার লক্ষ্য সমাধান সূত্র বের করা। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত কিছু আমেরিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভালোভাবে আলোচনার প্রয়োজন। তারপরই কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পশ্চিম ইতালির নেপলস শহর

রোম, ১৩ মার্চ: ভারতে তখন পূবাকাশ আলো করে উঠছেন সূর্যদেব। সুদূর পশ্চিমের ইতালিতে মাঝরাত্তিরের নীরবতা তখন। আর সেই নীরবতা খানখান করে কেঁপে উঠল ইতালির নেপলস শহর। হুড়মুড়িয়ে ভাঙল বাড়ি-ঘরদোর। রাতারাতি ছাদ হারালেন বাসিন্দারা। ঘুমের মাঝে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পের ধাক্কায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সারারাত রাস্তায়, গাড়িতেই কাটালেন তাঁরা। সেসব ছবি আপাতত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ইতালির আবহাওয়া বিভাগ বলছে, গত ৪০ বছরের মধ্যে এটাই নেপলসের ভয়াবহ ভূমিকম্প। একই কথা জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা।

বৃহস্পতিবার রাত তখন প্রায় দেড়টা। ইতালির নেপলস শহরের বাসিন্দাদের রাতের নিশ্চিন্ত ঘুম ভাঙিয়ে দিল তীব্র কম্পন। রিখটার স্কেলে ৪.৪ মাত্রা ভূমিকম্পে তখন বিধ্বস্ত ইতালির অন্যতম পুরনো জনপদ। নেপলসের পজুওলি শহরে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার গভীরে কম্পনের উৎস। আর সেখান থেকেই বিপর্যস্ত হয়েছে আশপাশের একাধিক এলাকা। বাড়িঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ।

কম্পনের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এক মহিলা জানাচ্ছেন, কীভাবে তাঁর বাড়ির একাংশ ধসে পড়েছে। তাঁকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরেক ব্যক্তি বর্ণনা করলেন, তাঁর গাড়ির কাঁচ ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও সারারাত কীভাবে গাড়ির ভিতরে কাটিয়েছেন। কেউ কেউ বিপর্যয় থেকে বাঁচতে জানলা বেয়ে উঠে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। মূলত তিনটি শহর, পজুওলি, বাগনোলি এবং বাকোলি কম্পনে বিধ্বস্ত হয়েছে। বাকোলির মেয়র জোসি জেরার্ডো ডেলা বাসিন্দাদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বার্তা, তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ করছে প্রশাসন, ভরসা রাখুন।

OFFICE OF THE ICCHAPUR NILGUNJ GRAM PANCHAYAT
TENDER NOTICE
Prodhan, IchhapurNilgunj Gram Panchayat invites E-tender. Details are available at: www.wbtenders.gov.in **e-NIT No.: 09//INGP/5TH CFC/2024-25, 10/INGP/15TH CFC/2024-25, Dated-13-03-2025. Last** date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/- **Prodhan**
Ichhapur Nilgunj
Gram Panchayet

TENDER NOTICE
Percentage rate E-Tender invited.
NIT No. 09/5th SFC/J-I GP/ 2024-2025 Dt. 10/03/2025 & Memo No:- 37(03)/5th FC (Tied)/J-I GP/2024-2025 Dt. 10/03/2025. Last Date & Time of submission Bids. **20.03.2025 15:00**.
Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Jagtai-I Gram Panchayat.
Sd/- Prodhan
Jagtai-I Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_২৫_২০২৪-২৫ তারিখঃ১১.০৩.২০২৫ ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ ইলেক্ট. সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **কাজের নাম ঃ** "এলএলএইচ- আইজিবিসি গ্রিন বিল্ডিং এবং সুপারভাইজর মিটিং রুম -এর ব্যধ্যবাধকতা পূরণে লিলুয়া ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ/ সংস্কার"-এর প্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিকরণের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৪,০৫, ৬৩০.১৭ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ১,০৮, ১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোয়; যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবেঃ **ireps.gov.in**
(MISC-384/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিশ
নং এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০২-২০২৫
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ টেলি / এইচকিউ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর, দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী ঠিকাদারদের অবশ্যই টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত যোগ্যতা মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১. টেন্ডার নং এন: ২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০২-২০২৫, **২. কাজের নাম:** গোরখপুর বয়েজ ইন্টার কলেজ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে-তে টেলিকম সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন টেলিকম সামগ্রীর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং। **৩. টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৭,৭৯,৫৩৪.৯৩ (সাত লক্ষ ঊনআশি হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ টাকা তিরানব্বই পয়সা মাত্র)। **৪. বিড সিকিউরিটি:** ₹ ১৫,৬০০/- **৫. প্রস্তাবের বৈধতা:** ৬০ দিন, **৬. টেন্ডার বন্ধ ও খোলার স্থান, তারিখ ও সময়:** ডিএসটিই/টেলি অফিস, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর। ১৫.০৪.২০২৫, ১৫-০০ ঘণ্টা। **৭. সমাপ্তির সময়সীমা:** ০৩ (তিন) মাস। **৮.** টেন্ডারের কোনো পরিবর্তন হলে সংশোধনী দেখার জন্য অনুগ্রহ করে ইন্টারনেট ওয়েবসাইট চেক করুন। **৯.** বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র, যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে- **http://www.ireps.gov.in**
দ্রষ্টব্য: টেন্ডারকারীদের/বিডারদের অবশ্যই তাদের বিডের সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি/ ফরম্যাট/ অ্যানেক্সার আপলোড করতে হবে।
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি / এইচকিউ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর
CPRO/Sig-105
দাহ্য পদার্থ নিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করবেন না।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.)/আদ্রা নিম্নরূপ উল্লেখিত **জোনাল কাজ, স্কুর সুরক্ষা এবং বিবিধ কাজের জন্য ০৪ (চার)** টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্রম. নং.; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য (টাকা) : (১) ; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১৬-২৫, তারিখ ১১.০৩.২০২৫**; জোনাল কাজ অর্থাৎ সম্পাদন (ক) নতুন কাজের সংযোজন, বিদ্যমান কাঠামোর পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ, প্রতিটি কাজের খরচ ৫ লক্ষ টাকার বেশি না হওয়ার সাপেক্ষে এবং (খ) আদ্রা ডিভিশনে এসএসই (ওয়ার্কস)/ আনারার এখতিয়ারাধীন সার্ভিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার এবং কলোনির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত সাধারণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল কাজ; ₹ **১,৮০,০০,০০০.০০; (২); ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১৭-২৫, তারিখ ১১.০৩.২০২৫**; জোনাল কাজ সম্পাদন (ক) নতুন কাজের সংযোজন, বিদ্যমান কাঠামোর পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ প্রতিটি কাজের খরচ ৫ লক্ষ টাকার বেশি না হওয়ার সাপেক্ষে এবং (খ) আদ্রা সেটেলমেন্ট (দক্ষিণ) -এ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল সহ পরিষেবা ভবনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল কাজ; ₹ **৩,৮০,০০,০০০.০০; (৩) ; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১৮-২৫, তারিখ ১১.০৩.২০২৫**; আদ্রা ডিভিশনে বাঁকুড়া-খড়গপুর এবং বাঁকুড়া-মসাগ্রাম সেকশনে বর্ষার জন্য এলসি নং. কেএ-১২, কেএ-২১, কেএ-২৮, কেএ-৬৫, কেএ-৬৭, কেএ-৭৩, কেএ-৮২, কেএ-৮৩, বিআর-৩৭, বিআর-৪২, বিআর-৪৫, বিআর-১০৬, বিআর-১০৮, বিআর-১০৯ (মোট ১৪টি এলএইচএস) -এর পরিবর্তে প্রদান করা হয়েছে তিন বছরের জন্য সাবওয়েতেপাম্পিং ব্যবস্থা। ₹ **৮৯,৭১,৪৫২.০০; (৪); ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১৯-২৫, তারিখ ১১.০৩.২০২৫**; খড়্গপুর বাঁকুড়া সেকশনের মধ্যে বাঁকুড়া মসাগ্রাম সেকশন এবং ২৮৪ (আপ এবং ডাউন) -এর মধ্যে ব্রিজ নং ৩৪৪ -এর পিয়ার নং পি২, পি৩, পি৪, পি৫, পি৬ এবং পি৭ -এর আশেপাশে স্কুর প্রটেকশন কাজ; ₹ **৪,৬১,২৬,৬৫০.৪৮**; ই-টেন্ডারের বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭.০৪.২০২৫ তারিখে ১৫.০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
(PR-1230)

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখঃ ১১.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **(১) টেন্ডার নং. টিএন-২৫৮-২৪-২৫; কাজের নামঃ** ব্রিজ নং ১৩ সিসিআর-এর স্প্যান নং. ৫, ৬ ও ৭-এর স্যান্ড ব্লাস্টিং এবং মেটালাইজিং-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৪১,৬৪,৪১৫.৫০ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ৪,২০,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮ (আঠারো) মাস; **(২) টেন্ডার নং. টিএন-২৬০-২৪-২৫; কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে যে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে তাকে সাহায্য করতে যে নির্মাণ কাজ করতে হবে সেগুলি- বেলঘড়িয়া স্টেশনে (৬মি X ৫মি) নতুন স্টাফ রুম (৩০ বর্গ মি) নির্মাণ, নৈহাটি পিআরএস গোডাউন এসএসই/ইলেক. (জি)/ এনএইচ-এ অফিস চত্বরে টিন শেড, নৈহাটি রিভার সাইড সাব-স্টেশন, নৈহাটি রিভার সাইড পাম্প হাউস এবং অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত নৈহাটি পিএফ-১ স্ক্র্যাপ গোডাউনে (৬ X ৫ X ৩ মি) মেঝে নির্মাণ, দেওয়ালে প্লাস্টার এবং দরজা প্রতিস্থাপনের কাজ সহ শিয়ালদহ ডিভিসনে বৈদ্যুতিক সাধারণ ডিপোর উন্নয়নের কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩১,০৩,০৬৯.৪৬ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ৬২,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ (নয়) মাস; **(৩) টেন্ডার নং. টিএন-২৬১-২৪-২৫; কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে সকল আরওবি-র ট্র্যাকশন গার্ড/ সেফটি স্ক্রিন এবং অ্যান্টি ক্র্যাশ বেরিয়ার -এর ব্যবস্থা (পর্যায়-১); **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,০০,৮৬,৩৭২.০৬ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ২,৫০,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২(বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-381/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-47/24-25
Exe. Engr.(Elect.) ADDA invites **Item Rate Tender** (Online Bid System) for the work **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_826515_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

KHAKURDAHA GRAM PANCHAYAT
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of **Khakurdaha Gram Panchayat** of Joynagar-1 Block under south 24 Parganas dist. invites bids for repairing of office building **NIT No 342/XVFC-UNTIED/NIT/KKDGP/2025 RS- 292835/- 343/XVFC-TIED/NIT/KKDGP/2025 Tube well repairing:, 292835/=** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 13th March. 2025 to 10:00 AM of 23rd March 2025.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan,
Khakurdaha Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

ছকভাঙ্গা বিচিত্র কাহিনী নিয়ে তৈরি

‘ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

একটা গল্প যখন সুরিয়ালিজম এর চাদরে মুড়ে প্রতিফলিত করে এক অনন্য দিক, বেরিয়ে আসে ছক বাধা গল্পের বাইরে, ছিড়ে দেয় গড়পড়তা কাহিনীর মলাট সেই গল্প অতি বাস্তবতার শিখরে পৌঁছে যায় অনায়াসেই। এমনই শ্রেণীভুক্ত একটি ছবি হল সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী নির্মিত। সিনেমা ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন। এই গল্পটির প্রতিটি পদক্ষেপে এক অত্যাশ্চর্য মাল্টিভার্স প্যারালাল রিয়েলিটি লক্ষণীয় যেটা এই সিনেমাটির এক অন্যতম চমক। এর আগে এই ধরনের সুরিয়ালিজম অথবা প্যারালাল ইউনিভার্স নিয়ে কাজ বলতে গেলে বোধহয় হয়নি। পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী এই গল্পে প্যারালাল দুনিয়ার এক অনন্য উপস্থাপনা করেছে, যেটা অন্যান্য ছকে বাঁধা গল্পের থেকে একেবারে আলাদা। গল্পটির নিজস্বতা দর্শককে যে মনোমুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে বা ভবিষ্যতেও হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ছবিটি গঠিত হয়েছে মোট চারটি অধ্যায় কে একত্রিত করে। প্রথম অধ্যায়ের নাম আমি যামিনী। এই অধ্যায় পরিলক্ষিত করে একটি গল্প যেখানে প্রেমিকা রিমির পরিবারের আর্থিক সংকটে ধ্রুব জর্জরিত। কিন্তু রিমি ধ্রুবকে কোনরকম অন্যায়ের পথ গ্রহণ করতে বারণ করে একটি পেইন্টিংকে বিক্রি করা নিয়ে এই অধ্যায়ের গল্পটি আবর্তিত হয়েছে।। এই ছবিটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম প্রতিমা বিসর্জন যেখানে চিত্রকর ধ্রুব এবং তার বন্ধু নন্দীর জুটিটাকে দর্শক উপলব্ধি করতে পেরেছে।

তাদের উভয়ের সম্পর্কের জটিলতা, বোঝাপড়া, প্রভৃতি নিয়ে গল্প অগ্রসর হয়েছে একটি রোমাঞ্চকর থ্রিলারের এর আকার নিয়ে। সিনেমার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রস্ফুটিত গল্পটির নাম পুতুল খেলা। এই অধ্যায়টি তুলে ধরেছে ধ্রুবর পুলিশ জীবন, শিশু পাচার চক্রের আঁধারাচ্ছন্ন জীবন এবং অনাথ আশ্রমের জীবনধারার কাহিনীটি। সিনেমাটির শেষ অধ্যায়টি গঠিত হয়েছে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে এবং বলাই বাহুল্য এই শেষ অধ্যায়টি দর্শকদের নজর করবে। দর্শক অসাধারন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবে এই সিনেমাটি দর্শনের মাধ্যমে।এই সিনেমাটির চারটে অধ্যায়, চারজন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রাজ্ঞতাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তারা হলেন যামিনী রায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,বিকাশ ভট্টাচার্য এবং বিনোদ বিহারী মুখার্জি। চারজনই কিংবদন্তি বাঙালি ।

এই সিনেমাটির মধ্যে যেটা নতুনত্ব অথবা আকর্ষণীয় যাকে ইংরেজি বলে ভাষায় বলা হয় ইউএসপি। সেটা হল গল্পটির সম্পূর্ণ নিজস্বতা যেটা অন্য কোন গল্পের ধারায় বয়ে যায়নি। কাহিনীর সার্থকতা লুকিয়ে আছে এইখানেই যেটা এই ছবিটি কে দর্শকের মনোগ্রাহী করে তুলেছে। বাস্তব জীবনের ধ্রুব এবং রিমির সমান্তরাল জীবনের ধ্রুব এবং রিমিকের স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এই ছবি ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছে ঋষভ বসু এবং ঋত্বিকা পাল। ধ্রুবর বন্ধু নন্দীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে কোরক সামন্ত। এছাড়া

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছে সুদীপ মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, বাদশা মৈত্র যুধাজিৎ সরকার, সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় এবং আনন্দরূপা চক্রবর্তী। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে ফোর্থ ফ্লোর এন্টারটেইনমেন্ট এবং কনসেপ্ট কিউবের ব্যানারে। সিনেমাটির নিবেদক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। প্রত্যেকের অভিনয়েই চিত্তাকর্ষক এবং অতুলনীয়। কেন্দ্রীয় চরিত্রে ধ্রুব যথেষ্ট পরিপক্ক এবং উন্নত। বলাই বাহুল্য তিনি আগের অভিনয় গুলি থেকে এই অভিনয়তে নিজেকে যথেষ্ট পরিণত করার চেষ্টা করেছেন, নিজেকে ভেঙেচুরে আরো উজ্জ্বল করেছেন। ঋত্বিকা পাল ঋষভ বসুর বিপরীতে রিমির চরিত্রে যথেষ্ট মানানসই হয়েছে। ছবিটির চিত্রনাট্য এবং সংলাপ স্বয়ং অভিজিৎ চৌধুরী নিজে হাতে করেছেন এবং সন্দেহ নেই যে যথেষ্ট উন্নতমানের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ এই ছবিতে গঠন সক্ষম হয়েছেন তিনি। ছবিটি একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক ছবি। পুরনো শিল্পীদের সাথে বর্তমান ডিজিটাল দুনিয়ার এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে এই ছবিতে যেটা এই সিনেমাকে সাফল্যের পথে চালিত করেছে। এই ছবিটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের কিফ এ বেঙ্গলি প্যানারোমা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্রের সম্মান অর্জন করেছে। চরিত্রায়ন অর্থাৎ চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচালক তার যথাযথ যোগ্যতার এবং মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে। পরিশেষে বলা যায় এই সিনেমাটি হলে গিয়েই উপভোগ করার মত একটি সিনেমা এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সিনেমা বাংলা সিনেমার উজ্জ্বল দিকটিকে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হবে।

আবার সিনেমায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার বীরাঙ্গনা দেবী চৌধুরানী

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়: আগামী পয়লা মে ২০২৫ মুক্তি পেতে চলেছে, প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানী কাহিনী কে অবলম্বন করে, ১৭৭০ সালের ভারতবর্ষের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তৎকালীন হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলিম সুফিদের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ইতিহাসের আখ্যান নিয়ে তৈরি হওয়া এক নতুন ছবি ‘দেবী চৌধুরানী’। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসকের অপশাসন এবং লুটপাট এর অনিবার্য ফল হিসেবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের দুর্দশার প্রেক্ষাপটে গ্রামের একজন সাধারন রমণী প্রফুল্লর, অত্যাচারীদের শাস্তি দিতে দুর্ধষ ডাকাত রানী দেবী চৌধুরানী হয়ে ওঠার রোমহর্ষক কাহিনী কে এক নতুন আঙ্গিকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়েছেন স্বনামধন্য পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র। এই ছবিতে দেবী চৌধুরানীর চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় কে। এর আগেও কালজয়ী এই ‘দেবী চৌধুরানী’র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুমিত্রা দেবী এবং সুচিত্রা সেনের মতো কিংবদন্তি অভিনেত্রীরা। এই ছবিতে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ থাকলো ঐতিহাসিক এই চরিত্রের রূপদান করার। অভিনেত্রীর কথায় তার এই ছবির কাজটি, আগামী দিনে তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় কাজ হয়ে থাকবে। সুত্র মারফত জানা যায় এই ছবির জন্য তিনি বিশেষভাবে ঘোড়া চালানো, তরবারি চালানোর শিক্ষা নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ইতিহাসকেন্দ্রিক এই উপন্যাসের ‘ভবানী পাঠক’-এর চরিত্রে অভিনয় করছেন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গেরুয়া বসন, লাল তিলক,জটাজুট ধারী ভবানী পাঠকের বলিষ্ঠ চরিত্রে দারুণ মানিয়েছে টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বুম্বা দা কে। এছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, দর্শনা বণিক, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় এবং আমেরিকান অভিনেতা আলেক্স ও নেল এবং আরো অনেকে। ‘ফেলুদা’ খ্যাত প্রবীণ স্বনামধন্য অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী অনেকদিন পর আবার এই ছবির মাধ্যমে দর্শকদের সামনে আসছেন। নতুন এই ‘দেবী চৌধুরানী’ ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফির কাজ সামলেছেন অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লেখার মূল দায়িত্ব নিয়েছেন পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র নিজেই। মূলত বাংলা, বিহার এবং ঝাড়খন্ডের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে এবং কলকাতায় এ ছবির দৃশ্য গ্রহণ হয়েছে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। অপর্ণা দাশগুপ্তর প্রযোজনায় এবং অ্যাডিটেড মোশন পিকচার্স এর ব্যানারে সম্প্রতি এই ছবিটির টিজার সামনে এসেছে। ঐতিহাসিক চরিত্র গুলির ফাস্ট লুক দেখে সিনেমা প্রেমী দর্শক মহল উল্লসিত। সিনেমা প্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলার ইতিহাসের দুর্ধষ নারী চরিত্র ‘দেবী চৌধুরানী’ এবং ‘ভবানী পাঠকের’ রূপে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কে রুপালি পর্দায় তরবারি, ত্রিশূল নিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃশ্যগুলো দেখার জন্য। পরিচালক শুভ্রজিত মিত্র এই ছবিটি তৈরির জন্য সকল টেকনিক্যাল কলাকুশলী এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে একটি টিম হিসেবে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন, ১৭৭০ সালের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কালজয়ী উপন্যাসটিকে, সিনেমার সম্পূর্ণ বিনোদনের সাথে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করতে। সকল আগ্রহের অবসান ঘটাতে এখন শুধুই নতুন ‘দেবী চৌধুরানী’ ছবিটির মুক্তির জন্য আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষায় সমগ্র সিনেমা প্রেমী দর্শকবৃন্দ।

দোল ‘ভয়ঙ্কর’ ভালবাসেন, অথচ ছেলে ঝিনুকের সঙ্গে কেন কোনওদিন হুল্লোড় করে রং খেলেননি শ্রাবন্তী?

পর্দার মতো বাস্তবেও রঙিন মানুষ অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই রং খেলতে দারুণ ভালবাসেন। সময় সুযোগ পেলে খেলেনও চুটিয়ে। কিন্তু ছেলে অভিমন্যু চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ ঝিনুকের সঙ্গে সেভাবে রং খেলা হয় না শ্রাবন্তীর। কেন? কারণটা এবার নিজেই জানালেন অভিনেত্রী।

উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থা আয়োজিত দোল উৎসবে হাজির হয়েছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। এই প্রযোজনা সংস্থার আগামী ছবি ‘আমার বস’-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দেখা যাবে তাঁকে। বলাই বাহুল্য, এই বিশেষ দিনে রঙিন মেজাজে ধরা দিলেন শ্রাবন্তী। নাচে-গানে, আবির খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। আর এর মাঝেই জানালেন ছোটবেলায় ঠিক কীভাবে রং খেলতেন তিনি। শ্রাবন্তীর কথায়, তছোটবেলায় আমি ভয়ঙ্কর রং খেলতাম। ওই যে রূপোলি, সোনালি রং পাওয়া যায় না... সেই রংও মাখতাম, মাখতাম। আমি নিজেই সবাইকে ধরে ধরে বলতাম, বেশি করে রং মাখাও আমাকে! দিদি বা বন্ধুরা যেখানে রং থেকে দূরে পালাতো, আমি সেখানে নিজেকে রং মাখানোর জন্য সবাইকে জোর দিতাম। রং খেলতে আমি ভীষণ ভালবাসি।

তা অভিনেত্রীর ছেলে ঝিনুকও কি তাঁর মায়ের মত এভাবে রং খেলে? খানিক থমকে শ্রাবন্তীর জবাব, তঝিনুকের সঙ্গে আমার সেভাবে রং খেলা হয় না। ও আবির দিয়েই রং খেলতে ভালোবাসে। আমার মত এরকম দুষ্টু নয় ঝিনুক। তবে এখন নানান কাজ এবং শুটিংয়ের জন্য রং খেলতে পারেন না শ্রাবন্তী, সেই কারণে ছোটবেলার কাটানো দোলের দিনগুলোতে ওরকমভাবে রং খেলাকে খুব মিস করেন অভিনেত্রী। সুযোগ পেলে তাই রং খেলা ছাড়েন না। এই দোল উৎসবেও তাই হাসিমুখে আবির মাখলেন এবং হুল্লোড়ে মেতে সবাইকে রং মাখিয়ে দিলেন শ্রাবন্তী। প্রসঙ্গত, শ্রাবন্তী অথবা ঝিনুক কোনও ধরনের নেতিবাচক মন্তব্যেরই কর্ণপাত করেন না। সোশ্যাল মিডিয়ার মিম-ট্রোল আর ভাবায় না তাঁদের। নিজেদের মতো করে ভাল থাকতে ভালবাসেন তাঁরা।